২৭ বছর পূর্তি উৎসব

আলোকশিখা জ্বলুক প্রাণে

আবদুল্লাহ আল-মামুন

থিয়েটার স্কুল

২৭ বছর পূর্তি উৎসব

১৯ জানুয়ারি ২০১৮, শুক্রবার
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

সেমিনার

বিষয় : **চিরায়ত নাট্যরীতি ও সমকালীন প্রযোজনা নিরীক্ষা**
বিষয়বস্তু উপস্থাপক : অধ্যাপক আবদুস সেলিম
স্থান : সেমিনার কক্ষ, ৭ম তলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
সময় : সকাল ১০:৩০ মি.

আনন্দ শোভাযাত্রা

সময় : বিকাল ৪টা

সান্ধ্য আয়োজন

উৎসব আনুষ্ঠানিকতা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

প্রধান অতিথি : জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থান : জাতীয় নাট্যশালা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
সময় : সন্ধ্যা ৬টা

২৭ বছরে হারিয়েছি যাঁদের

শিক্ষকবৃন্দ

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ
কবীর চৌধুরী

প্রতিষ্ঠাতা উপাধ্যক্ষ
আবদুল্লাহ আল-মামুন

সব্যসাচী লেখক
সৈয়দ শামসুল হক

ভাষাতাত্ত্বিক
নরেন বিশ্বাস

বাচিক শিল্পী
কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

শিল্প নির্দেশক
হাসান আহমেদ

নির্দেশক-অভিনেতা
ফরহাদ জামান পলাশ

শিক্ষার্থীবৃন্দ

দিলারা ইয়াসমিন, ১ম ব্যাচ

মমতা সরকার, ৪র্থ ব্যাচ

মোঃ ফজলে রাব্বি, ৪র্থ ব্যাচ

নিশাত জিয়া (লুবনা), ৬ষ্ঠ ব্যাচ

মোঃ জগলুল আলম, ৮ম ব্যাচ

নুরুল আমান (অপু আমান), ১০ম ব্যাচ

মোঃ মুসা ইসলাম, ২৩তম ব্যাচ

আমাদের থিয়েটার স্কুল

রামেন্দু মজুমদার

১৯৯০ তে যখন আমরা থিয়েটার স্কুল প্রতিষ্ঠা করি তখন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নাট্যশিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল নাটক নিয়ে যারা বিভিন্ন দলে কাজ করতে আগ্রহী, তাদেরকে যাতে নাটকের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা দেয়া যায়। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ভালো নাটক করতে হলে নাটক সম্পর্কে জানা দরকার, লেখাপড়া করা দরকার।

আমাদের নাট্যকার-নির্দেশক আবদুল্লাহ আল-মামুন দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা ও কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পর্যালোচনা করে আমাদের উপযোগী করে এক বছরের একটা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেন। আমরা জোর দিয়েছি বেশি ব্যবহারিক দিকে, সাথে তত্ত্বীয় বিষয়গুলোও রয়েছে। প্রথম দিকে সপ্তাহে দু'দিন করে ক্লাস হতো প্রতিদিন তিন ঘণ্টা করে।

কয়েক বছর পর সংবাদপত্রে থিয়েটার স্কুলের উপর একটি প্রতিবেদন দেখে ফোর্ড ফাউন্ডেশানের কনসালটেন্ট বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ভাস্কর চন্দ্র ভারকার আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। থিয়েটার স্কুলের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে তিনি আমাদের কিছু পরামর্শ দেন। তাঁর প্রস্তাবমতো আমরা থিয়েটার স্কুলের একটা আইনগত ভিত্তি তৈরি করার জন্য 'থিয়েটার ইন এডুকেশন' নামে একটি সংস্থা গঠন করি এবং এ সংস্থাকে ফোর্ড ফাউন্ডেশান তিন বছরের জন্য আর্থিক অনুদান দেয়। এ অনুদানের ফলে আমরা ক্লাসের সংখ্যা বাড়িয়ে সপ্তাহে তিন দিন করি। ঢাকার বাইরে ১৪টি জেলা শহরে তিন মাসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করি, কয়েকটি বিষয়ে স্বল্প মেয়াদি উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি এবং নাটকের বইয়ের একটা সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করি। বাংলাদেশে ফোর্ড ফাউন্ডেশানের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবার পর তাদের উত্তরসূরি বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশান এক বছর সীমিত আকারে আমাদেরকে কার্যক্রম চালাবার জন্য একটা অনুদান প্রদান করে।

থিয়েটার স্কুল চালাবার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা অর্থের। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা যে টাকা পাই, তাতে দু'মাস চালানোই কষ্টকর। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহৃদয় সহায়তা নিয়ে আমরা থিয়েটার স্কুলের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। দ্বিতীয় সংকট স্থায়ী জায়গার। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বর্তমানে যেখানে আমরা স্কুল চালাচ্ছি সেখানকার ভাড়া বহন করা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর। এক টুকরো জমির জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন করেছি। এখনো কোনো ইতিবাচক সাড়া পাইনি। জমি সংগ্রহর জন্য শারজাহ্‌র্ নাট্য-মোদী আমীর ড. শেখ সুলতান আমাদেরকে একটা অনুদান দিয়েছেন- যা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে। কিন্তু জমি সংগ্রহ করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের বিশ্বাস একটা জমি যদি পাই, সেখানে সবার সহযোগিতা নিয়ে থিয়েটার স্কুলের স্থায়ী ভবন নির্মাণ করতে পারব।

আরেকটি হতাশা, দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা। আমরা এক বছরের কোর্সটিকে ডিপ্লোমায় রূপান্তরিত করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি গ্রহণ করলাম। কিন্তু ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই আবেদন করতে পারবে বলে সে কোর্সে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবেদনকারী পেলাম না। ক্রমেই এক বছর মেয়াদি কোর্সে ভর্তি হতে ইচ্ছুকদের সংখ্যা কমে আসছে। সবাই স্বল্পমেয়াদি কোর্স করতে আগ্রহী।

ফলে গত বছর থেকে আমরা এক বছর মেয়াদি কোর্সটি আপাতত বন্ধ রেখে ছয় মাস মেয়াদি একটি বেসিক কোর্স চালু করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে সপ্তাহে তিন দিনের জায়গায় এখন দু'দিন ক্লাস হয়, তবে প্রতিদিন তিন ঘণ্টার জায়গায় সময় বেড়ে এখন চার ঘণ্টা ক্লাস।

থিয়েটার স্কুলের শিক্ষা কেবল নাটকে নয়, ব্যক্তি জীবন এবং কর্ম জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়ক হয়েছে। থিয়েটার স্কুলের কোর্স সম্পন্ন করে অনেকে গণমাধ্যমে কাজের সুযোগ পেয়েছে।

২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠাতা উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল-মামুনের প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য আমাদের স্কুলের নাম পরিবর্তন করে 'আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল' রেখেছি।

থিয়েটার স্কুল থেকে যারা প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হয়েছে তারাই কিন্তু এ স্কুলের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যারা মঞ্চ নাটক করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী, তারা যেন থিয়েটার স্কুলের প্রশিক্ষণের সুযোগ নেয়, এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের আমি আহ্বান জানাই।

আমার বিশ্বাস, ২৭ বছরের পথ চলা থেমে যাবে না। নতুন উদ্যমে আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, নতুন শক্তি সঞ্চয় করে।

কৃতজ্ঞতা জানাই থিয়েটার স্কুলের শিক্ষকবৃন্দকে যাঁরা সামান্য সম্মানীর বিনিময়ে তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে শিক্ষার্থীদের আলোকিত করে চলেছেন। আর পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

রামেন্দু মজুমদার : অধ্যক্ষ, আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল

থিয়েটার স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ২৪ আগস্ট ১৯৯০

থিয়েটার স্কুল : এক সোনালী অধ্যায়

আতাউর রহমান

মঞ্চ নাটক নিয়েই আমার লাগাম-ছাড়া এবং পাগল-পারা দিনগুলোতে 'থিয়েটার স্কুল' ছিল আমার আরেক আনন্দ নিবাস। সেই থিয়েটার স্কুল দেখতে দেখতে প্রতিষ্ঠার ২৭ বছর পূর্ণ করেছে। এ আমার জন্যে আনন্দ ও শ্লাঘার বিষয়। 'থিয়েটার স্কুল' ছিল মঞ্চের বাইরে আমার নাট্যপ্রীতির আরেকটি নিবাস। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পেছনে 'থিয়েটার' নাট্যদলের প্রথিতযশা ও বিদ্বজ্জন নিবেদিত প্রাণ নাট্য-পুরুষ ও নারীদেরকে স্মরণ করতেই হয়। আমাদের দেশের বিবেক- বিদ্বজ্জন ও নাট্য অন্তপ্রাণ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয়। তিনি ছিলেন 'থিয়েটার' নাট্যদলের কর্ণধার। দেশ গৌরব মুনির চৌধুরী ছিলেন 'থিয়েটার' নাট্যদলের প্রাণ পুরুষ। তাঁকে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে চিরজীবনের জন্যে হারাই। তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল কুখ্যাত রাজাকার-আলবদরদের নিষ্ঠুরাঘাতে। আমার বন্ধু ও নাট্যশিক্ষক আব্দুল্লাহ আল-মামুনের মতো প্রতিভাবান নাট্যকার; নির্দেশক ও অভিনেতা ছিলেন 'থিয়েটার' নাট্যদল এবং থিয়েটার স্কুলে'র অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। সেদিনের ঢাকা হল যা আজকের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল হিসেবে পরিচিত, সেই হলের সাথে যুক্ত ছিলাম আমি ও মামুন এবং মামুনের হাত ধরেই আমার নাট্য জগতে প্রবেশ। পরবর্তীতে যদিও আমি নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হই কিন্তু তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব ছিল অটুট। এই প্রতিভাবান নাট্য পুরুষটি অকালে চলে গেলেন এবং আমাদের জন্যে রেখে গেলেন সীমাহীন দুঃখ আর আক্ষেপের এক ধূসর জগৎ। রামেন্দু মজুমদার আরেক কিংবদন্তি সম-নাম; যাঁর সাথে আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল দিনগুলোর সময় থেকে। পরবর্তীতে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট সুবাদে সেই বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়। ফেরদৌসী মজুমদারের বহু পরিচয় কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উনি আমাদের দেশে মঞ্চের প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন বহুকাল থেকে। তিনি যেকোনো দেশে, যেকোনো কালে এক অনন্য প্রতিভাবান অভিনেত্রী হিসেবে বিবেচিত হতেন এবং হবেন এই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ফেরদৌসী মজুমদারও থিয়েটার স্কুলের নীতি নির্ধারকদের অন্যতম এবং শিক্ষিকা হিসেবে এই স্কুলের জন্মলগ্ন থেকে জড়িত আছেন। আমি গৌরবান্বিত বোধ করি এই ভেবে যে, আমি ফেরদৌসী মজুমদারকে অনেকদিন ধরে কাছে থেকে দেখেছি এবং তাঁকে আমি চিনি।

এছাড়াও দেশ বরেণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও এই স্কুলে শিক্ষকতা করে আসছেন স্কুলের জন্মলগ্ন থেকে। দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা'র (এন,এস, ডির) বেশ কয়েকজন স্নাতক থিয়েটার স্কুলের শিক্ষক হিসেবে জড়িত ছিলেন এবং আজও আছেন।

রামেন্দু মজুমদার ও আব্দুল্লাহ আল-মামুনের উদ্যোগে আমি থিয়েটার স্কুলে অধ্যাপনা করার সুযোগ পাই। আমি পড়াতাম নাটকের ইতিহাস। মিসরীয় যুগ, গ্রীসীয় যুগ এবং ভারতীয় আদি থিয়েটার ছিল আমার বিষয়। এছাড়াও বাংলাদেশের নাট্যকারদের পরিচিতিমূলক অধ্যায়ও আমাকে পড়াতে হতো। আমি থিয়োরিটিক্যাল ক্লাস নিতাম। ব্যবহারিক বা ফলিত ক্লাসগুলো নিতেন যাঁদের এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। যেমন, এন,এস, ডি- এর স্নাতক এস, এম, মহসীন যোগ ব্যায়ামের ক্লাস নিতেন। দেশের গুণী ও বরেণ্য শিক্ষকবৃন্দ থিয়েটার স্কুলে নিয়মিত

ক্লাস নিতেন। এই ডিপ্লোমা কোর্স নয় মাসের হলেও তা ছিল যথেষ্ট সারবত্তা পূর্ণ। নাট্যচর্চার প্রতিটি শাখার ব্যাপারে পরিচালনা পর্ষদ ছিল অত্যন্ত সজাগ। আজকের মঞ্চ, টেলিভিশান এবং চলচ্চিত্রের অনেক প্রথিতযশা অভিনেতাদের অনেকেই থিয়েটার স্কুলে পাঠ নিয়েছেন।

আমি ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে বর্তমানে থিয়েটার স্কুলে পাঠ দান করতে পারছি না। আমার অধিক বয়সও একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদসত্ত্বেও 'থিয়েটার স্কুল' আমার হৃদয়ে স্থায়ী আসন গেড়ে আছে এবং আমার যৌবনের একটি সোনালী অধ্যায়কে ধারণ করছে। থিয়েটার স্কুলের পথচলা অনাদিকাল ধরে অব্যাহত থাকুক, এই আমার কামনা। থিয়েটার স্কুল আমার অহংকার ও ভালোবাসার অন্যতম পাদপীঠ। জয়তু থিয়েটার স্কুল।

মঞ্চসারথী আতাউর রহমান : নির্দেশক ও অভিনেতা

থিয়েটার স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ২৪ আগস্ট ১৯৯০

নাটক ও নন্দনতত্ত্ব

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

থিয়েটার স্কুলের শুরুর কয়েক বছর রামেন্দু দা'র আমন্ত্রণে আমি নন্দনতত্ত্বের ওপর ক্লাস নিতাম। পড়াতাম বললে ভুল বলা হবে, কারণ বিষয়টা নিয়ে আমরা সবাই মিলে আলোচনা করতাম। আমি কিছু সূত্র ধরিয়ে দিতাম, এবং শিক্ষার্থীরা তাঁদের মতো করে সেগুলো ব্যাখ্যা করতেন, নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। তবে প্রথম ক্লাসেই যে সবাই আলোচনায় সামিল হতেন, তা নয়, যেহেতু নন্দনতত্ত্বের 'তত্ত্ব' কথাটা একটু গোল বাঁধিয়ে দিত। আমাদের দেশে তত্ত্ব নিয়ে একটা দ্বিধা আছে কিছুটা নিষ্পৃহতাও আছে। তত্ত্ব নিয়ে কথা বলবেন তাত্ত্বিকেরা, পণ্ডিতেরা – এরকম একটি চিন্তা এখনও প্রচলিত দেখতে পাই।

তবে আমার প্রথম ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই সবাই বুঝতেন, নন্দনতত্ত্ব যত না তত্ত্বের বিষয়, তার থেকে বেশি অনুধাবনের, অভিজ্ঞতার, চর্চার। এই চর্চার বিষয়টা শিল্পের যেকোনো অঞ্চলের জন্য জরুরি, তবে এর উপস্থিতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে। নন্দন শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্য, সেই অর্থে নন্দনতত্ত্ব হচ্ছে সৌন্দর্যবিদ্যা, বা সৌন্দর্য বিজ্ঞান – যেহেতু যেকোনো বিদ্যার কিছু সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ চিন্তা থাকে, যা করা হয় নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে, এবং যাদের একটা যুক্তি নির্ভরতাও থাকে। এই অর্থে বিজ্ঞানের অবতারণা। নাটক যেহেতু শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, এবং একটি আদি মাধ্যমও বটে, নন্দতত্ত্বে অবস্থানটা এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি মঞ্চ এবং দর্শকের মধ্যে একটি তাৎক্ষণিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ভালো নাটক দর্শক জীবনেও গ্রহণ করে। আর যেখানে অনেক মানুষের জীবনকে একটি শিল্প স্পর্শ করে যায়, যেখানে প্রভাবের বিষয় থাকে। সে জন্য নন্দন চিন্তাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

নাটকের খারাপ একটি চরিত্র যদি দর্শকের মনে চিরস্থায়ী আসন করে নেয়, যেমন শেক্সপিয়রের ইয়াগো (ওথেলো নাটকে) তাহলে তার খারাপত্ব কি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাবে? নাটকের একটি চরিত্র মাদকে আসক্ত হয়ে মারা গিয়ে দর্শকের সহানুভূতি পেলে তার মাদকাশক্তিও কি দর্শকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে? এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই 'না', কিন্তু কেন না, এর উত্তর খুঁজলে দেখা যাবে, এর পেছনে আছে নন্দনচিন্তার ভূমিকা। মানুষের ভেতর – সকল মানুষের ভেতর একটি সৌন্দর্যবোধ আছে। এটি তার অন্তর্নিহিত একটি গুণ। এটিকে কিন্তু জাগাতে হয়। চর্চা এবং প্রয়োগের মাধ্যমেই এর জেগে থাকা নিশ্চিত হয়। নাটক সেই কাজ করতে পারে।

নন্দনতত্ত্ব বিষয়টি কি তা নিয়ে একটু আলোকপাত করা যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে নন্দনতত্ত্ব সৌন্দর্যচর্চার কিছু সূত্র উপস্থাপন করে, যে চর্চা ১. প্রকৃতির ভেতরে, ২. জনজীবনের মধ্যে, ৩. শিল্প-সাহিত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ৪. ব্যক্তির মধ্যে যেসব সৌন্দর্যানুভূতি আছে, সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে, বর্ণনা করে। ফলে, এটি বায়বীয় কোনো বিষয় নয়, অথবা বিমূর্ত কিছুও নয়। সৌন্দর্য যেখানে আছে, সেখানেই সৌন্দর্যের সূত্রগুলি আছে। একদিকে এই সূত্রগুলিতে সংশ্লিষ্ট রূপ, রস, সুমিতি ইত্যাদির বিষয়, যেহেতু এগুলোর সম্মিলনে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে আছে উপযোগিতা, প্রায়োগিকতা এসব বিষয়ও। সৌন্দর্য কি শুধুই সৌন্দর্য, কেবলই এক মোহনীয় প্রকাশ, নাকি এর সামাজিক উপকারিতা আছে? কলাকৈবল্যবাদীরা বলেন সুন্দর যা, তা কেবলই সুন্দর, কোনো কাজে লাগার দায় এর নেই। কিন্তু উপযোগিতাবাদীরা বলেন, শিল্পের

এবং সৌন্দর্যের একটা সামাজিক দায় আছে। সুকান্ত যে একটি কবিতায় পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটির সঙ্গে তুলনা করেছেন, তাতে সৌন্দর্যের অনুভূতিটা ক্ষুধার তীব্রতার সঙ্গে মিলে যায়।

নাটক এমন একটি মাধ্যম যেখানে সৌন্দর্যের ওই বিভিন্ন প্রকাশ একটা সাযুজ্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন অথবা রক্তকরবী সৌন্দর্যের যে বোধটি দেয় তা মানুষের জেগে ওঠার, নানান প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে মানবসত্যের জয়গান গাওয়া। এমনকি ব্রেখট-এর মাদার কারেজ অথবা থ্রি পেনি অপেরা (যেগুলো বাংলা অনুবাদে ঢাকার মঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছে) এপিক থিয়েটারের অনুষদ ধারা করেও সৌন্দর্যকে ব্যক্তির প্রতিরোধ অথবা বস্তুচিন্তার বিপরীতে তার অবস্থানকে চিহ্নিত করে।

যারা নাটক করেন, তাদের আমরা নাট্যজন বলে অভিহিত করি, যাদের মধ্যে নাট্যকার থেকে সংগীত পরিচালক আছেন, তাদের সৌন্দর্যবোধটি সক্রিয় থাকতে হবে, যেহেতু নাটক এমন একটি মাধ্যম যা মানুষের মনে তাৎক্ষণিক একটি অবদান রাখে। সৌন্দর্যের কথা বলা হলো, তা খুব চর্চিত, শাস্ত্রীয় হতে পারে, আবার জনজীবনের ভেতর থেকে যাকে বলে লোককলার মধ্য দিয়ে উঠে আসতে পারে। একজন নাট্যজনের পৃথিবীটা এজন্য আকীর্ণ থাকতে হবে মানুষ ও প্রকৃতির জন্য ভালোবাসায়।

থিয়েটার স্কুল তার শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা জাগাচ্ছে, এজন্য এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : শিক্ষাবিদ ও লেখক

নন্দনতত্ত্ব ক্লাসে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

নাট্যে নৃত্যের প্রয়োগ : প্রয়োজন ও উপযোগিতা

শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখের স্বরের সুরের সাহায্যে গান, হাতের মুদ্রা দিয়ে সেই গানের অর্থকে প্রকাশ করা, চোখের সাহায্যে ভাব-রসের প্রকাশ আর পায়ের সাহায্যে তাল ও লয় মেনে উপস্থাপিত হলে, তাই হয় নৃত্য।

যেখানেই হাত সেখানেই দৃষ্টি, যেখানেই দৃষ্টি সেখানেই মন, যেখানে মন সেখানে ভাব আছে সেখানেই হয় রসের সৃষ্টি। এই রস সৃষ্টি হলেই সার্থকতা পায় নৃত্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্য সম্পর্কে ধারণার এক জায়গায় বলেছেন, "আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রতঙ্গের ভার আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রতঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয়, তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র করে – জীবিকার প্রয়োজনে নয় – সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ তাকে বলি নৃত্য।"

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তিনটি বিষয়ের উপর ভার দেয়া হয়েছে। নাট্য, নৃত্ত এবং নৃত্য। নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম সাধনং" দেহই হচ্ছে মুখ্য। মানুষের জীবনে তাই প্রথম প্রয়োজন দেহকে লীলায়িত ছন্দে, ভঙ্গিমায় বর্ণিত করে তৈরি করা – যা দেহকে পরিশুদ্ধ এবং সাবলীল করে তোলে। পাঠ্য, অভিনয়, গীত ও রস এই চতুর্বেদাঙ্গযুক্ত কলাকেই নাট্য, নৃত্ত, নৃত্য এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যা নাট্য তাই নাটক, শব্দটি থেকে প্রাচীন ভারতীয় দৃশ্য কাব্যের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। নাট ধাতুর অর্থ নৃত্য করা, তাই নৃত্যের মাধ্যমে কাহিনি যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করাই হলো নাট্য। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্য বলতে বোঝায় কথার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা ও ভাবের একাত্মতা। নাট্য রসাশ্রয়, সুতরাং মুদ্রা সমন্বিত ভাব সম্মিলিত ছন্দোময় দেহের লীলায়িত ব্যঞ্জনা। এই নাট্যের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবেই সম্পর্কযুক্ত। নাট্য দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত পাত্রপাত্রীয় ভাব, ভাষা অবস্থার অনুকরণ।

নৃত্ত হলো ভাববিহীন, অভিনয়হীন তাল-লয় সমন্বয়ে অঙ্গবিক্ষেপ অর্থাৎ শুধুমাত্র লীলায়িত দেহের ছন্দোময় প্রকাশকে নৃত্ত বলা যায়। তাই নৃত্ত হলো তাল-লয়ের বেশি জোর দিয়ে, অভিনয় ছাড়াই সবিলাস অঙ্গচালনা।

আর নৃত্য হলো ভাব, অভিনয় ও রস সমন্বিত নাট্যকলা। নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য হচ্ছে নাট্য রসাশ্রিত, নৃত্ত তাললয়াশ্রিত ও নৃত্য ভাবাশ্রিত। নাট্যের সাহায্যে দর্শকের মনে রস সঞ্চার হয়, নৃত্ত শোভা সম্পাদন করে আর নৃত্যের মাধ্যমে হৃদয়ে ভাবের উন্মোচন ঘটে।

নাট্যশাস্ত্রে এ কথা বলা হয়েছে, দেহ হচ্ছে আমাদের প্রধান সম্পদ, যা আমাদের জীবনে বাঁচার উৎসাহ ও উদ্দীপনার উৎস। আর নৃত্যই এই দেহের সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে।

উপমহাদেশের নাট্যকলার চর্চায় কালে কালেই গীত, তাল-লয়, বাদ্য ও সংগীতের প্রাধান্য লক্ষিত হয়েছে। এসব মিলেই সমগ্র নাট্য প্রযোজনা সবকালেই মানুষ উপভোগ করে এসেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ঐতিহ্যবাহী ও লোকনৃত্যের এত বৈচিত্র্য রয়েছে যে, বড় বড় নাট্য নির্দেশক সেসব নৃত্যের তাল-লয়, সংগীত-বাদ্য এবং শরীরের ভাষাকে এত সমন্বিত ও সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেন যে প্রযোজনাটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

ভারতের মহারাষ্ট্রে তামাশা, উত্তরপ্রদেশে নৌটংকি, গুজরাটে গরবা ও ভাওয়াই, কর্ণাটকে যক্ষগান, মধ্যপ্রদেশে মাছ্, রাজস্থানে খয়াল, কেরালার কুটিয়াট্টম ইত্যাদি লোকনাট্য ও ঐতিহ্যবাহী নাট্য আঙ্গিকে নৃত্যের ভাগই প্রধান, খুবই চিত্তাকর্ষক ও জাকজমকপূর্ণ। সংগীত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। আমাদের বাংলায় যাত্রা-পালা, আলকাপ, গম্ভীরা, রয়ানি গান, রামায়ন গান, অত্যন্ত উন্নত রসাশ্রিত ও দর্শক উপভোগ্য নৃত্য সংযোজিত থাকে। আমাদের আধুনিক শহুরে নাটকের প্রযোজনাতেও এ ধরনের যথোপযুক্ত নৃত্য শরীরীভঙ্গিমা ও তাল-লয়-বাদ্য সংগীতের সংযোজন ঘটলে নাট্য প্রযোজনা দর্শকের চিত্তরঞ্জন ঘটায়। এছাড়াও বিভিন্ন লোকনাট্য বা ঐতিহ্যনাট্যধারায় যুদ্ধ বিষয়ক ভঙ্গিমা বা মার্শাল আর্টস-এর ব্যবহার আছে, প্রশিক্ষণ নিয়ে নাট্য প্রযোজনায় সুপ্রযুক্ত হলে আমাদের নাট্যচর্চায় তা উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাই নাটকের স্কুলে বা প্রশিক্ষণে নৃত্যের বিষয়টাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে, ছেলেমেয়েদের দেহ-শরীরের ভাষা তৈরিতে, তাল-লয়-বাদ্য সম্পর্কে শিক্ষা নাটকের শিক্ষার্থীকে একজন পূর্ণাঙ্গ অভিনেতা তৈরিতে সাহায্য করবে।

শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় : নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষক

থিয়েটার স্কুলে ভর্তিচ্ছুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

বাংলাদেশের মঞ্চগান

দেবজিত্ বন্দোপাধ্যায়

সালটা ১৯৭১।

বিশ্ব রাজনীতিতে ঘটল এক পালাবদল। পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিল স্বাধীন বাংলাদেশ। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্জিত হলো সাংস্কৃতিক স্বাধিকার। বহুধারা সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো নাট্যচর্চা। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে মঞ্চনাটকের পালে লাগল নতুন ঢেউ। বহুবিচিত্র সে নাট্যপ্রকাশে বারবারই এসে মিলেছে লোকায়ত বাংলার সংগীতচেতনা। বাংলা ভাষার স্বাধীন মঞ্চায়নে লোকসংগীতের কয়েকটি নজির তুলে ধরা হলো এই অধ্যায়ে।

মামুনুর রশীদ-এর নাটক ওরা কদম আলি-তে বোবা কদমের লড়াই আপাতৃদষ্টিতে শিশু তাজুকে নিয়ে হলেও, তা আসলে সমাজের এক যুদ্ধবিধ্বস্ত চেহারা। সে যুদ্ধ ক্রমাগত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নাট্যে গায়েনের ভাটিয়ালিতে তারই আভাস :

মাঝি চলরে উজান বাইয়া, মাঝি চলরে উজান বাইয়া....
হাঙ্গর কুমির পাশে ফিরে নর রক্তের লালা ঝরে
ও ভাই 'ভয় করোনা চালাও জোরে' বাদাম দাও উড়াইয়া
মাঝি চলরে উজান বাইয়া।

স্বাধীন বাংলাদেশে নাট্যকারেরা শেকড়সন্ধানী অভিলাষে মেলে ধরেছেন লোকজীবনের কাহিনি। স্বদেশের আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধে নাট্যগভীরে গড়ে উঠেছে সমকালীনতা। লোকনাট্যের গীতিময় ভাষাকে সম্বল করে সৈয়দ শামসুল হক লিখলেন নূরলদীনের সারাজীবন। নাট্যকারের ভাবনায় নূরলদীনের সারাজীবন-এ আমি পাশ্চাত্যের রক মিউজিক্যাল নাটকের গঠন কৌশলে আমাদের ময়মনসিংহ গীতিকার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছি।

ডিমলাতেহে আছে রাজা গৌরীমোহন চৌধুরী
কিষাণ কারিগরের গলায় মারিল তাই ছুরি।

শামসুল হক তাঁর পরবর্তী কাব্যনাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়-তে শোনালেন 'রুদ্র সূর্যের উত্তাপ নিয়ে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার রণজয়ী' আলেখ্য। নাট্যকারের কাব্যসংলাপ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ জীবনের প্রকাশ, প্রতীক আর পরিবেশ। সারা নাট্যের ছান্দিক শামসুল হক মঞ্চায়নের স্বার্থে গানের সহায়তা নিয়েছেন আস্কার ইবনে শাইখ-এর। পাঁচালির ঢঙে শোনা যায় শাইখ-এর সংযোজন :

উল্টা বিধান কেন গোঁসাই
উল্টা বিধান কেন গোঁসাই
পারের কড়ি আমরা গুনি
মজা লোটে জগাই মাধাই
উল্টা বিধান কেন গোঁসাই।

‘নগরীর নিয়ন আলোর পাশাপাশি আছে বস্তির অন্ধকার। এখানে এক ভিন্ন জগৎ। এখানকার মানুষগুলো এক মানবেতর জীবনযাপন করে। অথচ সবারই একদিন ঘর ছিল, চাষের জমি ছিল, ছিল গ্রামের আর দশটা মানুষের মতো বাঁচার অবলম্বনগুলো। কিন্তু আজ তারা ছিন্নমূল।’ এই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আবদুল্লাহ আল মামুন-এর মঞ্চ নাটক এখনও ক্রীতদাস। বস্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে ব্যবহার করা হয় মস্তানদলের কাওয়ালি গান। গীত রচনায় নাট্যকারকে সহযোগ দেন আব্দুল হাই আল হাদী :

আল্লা তোমার লীলা খেলা কে বুঝিতে পারে
কেউবা থাকে দালান কোঠায় কেউবা পথের ধারে।
ধনীর ঘরে জন্ম নিলে না চাহিতে সবই মিলে
আলালের ঘরের দুলাল আমরা কেন হইলাম না
রেললাইনের বস্তি পাইলাম আর তো কিছু পাইলাম না।

ইতালির কবি ‘ওভিদ’ মেটামরফোসিস কাব্যে যে পৌরাণিক রূপান্তরের কথা বলেছেন, তাকে বাংলাদশের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন নাট্যকার সেলিম আল দীন তাঁর কিত্তনখোলা মঞ্চ নাটকে। তালুকনগরের সাধক শিল্পী আজহার বয়াতির আদলেই নাট্যকার গড়ে তোলেন এ নাট্যের প্রধান চরিত্র মনাই বয়াতিকে। মনাই-এর ভনিতায় গীত হয় আজহার বয়াতিরই গান :

আমি কোন সাধনে পাব রে তোরে
আমার মনের মানুষ রতন। ...
মনাই কয় দিন বয়ে যায়
দেও মোরে চরণ।

সেলিম আল দীনের পরবর্তী রচনা কেরামতমঙ্গল নাটকের মধ্যযুগের বাংলা নাট্যআঙ্গিক আর মঙ্গলকাব্যের উপাখ্যানের ধারা মিলে গেল এক স্রোতে। এ নাট্যে গ্রামীণ জীবনের ঘেরাটোপে গীত হয় পাবনা অঞ্চলের প্রচলিত গান :

আনন্দ আন্দে সুন্দরী তার নাকে নড়ে সুনা,
তৈলত ভাজিয়া তুলে শাল শৈলের পোনা।

শুধু মৌলিক কাহিনিতেই নয় অনুবাদ নাটকেও মিলল দেশজ লোকসংগীতের সহযোগ। রুশ নাট্যকার নিকোলাই গোগোলের The Government Inspector এস.এম. সোলায়মানের রূপান্তরে হলো ইন্সপেক্টর জেনারেল। দেশভেদে আপনভূমের প্রেক্ষাপটে প্রকাশ পেল সরকারি আমলাবিধির নগ্ন চেহারা। সঙ্গী মঞ্চগানে ফুটে উঠল ব্যঙ্গ। ‘আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে’-র আদলে সোলায়মান রচনা করলেন :

আল্লা হিম্মত দে সাহস দে
ত্যাল মারিতে।
জায়গা মতো মারতে পারলে
খাঁটি সরষার ত্যাল
হাজার চুরি করার পরেও
খাটতে হয় না জ্যাল।

আবার বলরাম পণ্ডিতের নাট্য অবলম্বনে জামিল আহমেদ আর সোলায়মানের রূপান্তর তালপাতার সেপাই। এ মঞ্চ নাটকের গানে সোলায়মান বাউল-ফকিরির মিশেলে রচনা করেছেন মানব জীবনের মর্মকথা :

আমি তীর্থে যাব, তীর্থে যাব
সোঁদা মাটির গন্ধ লব।
আমি করব সিনান নিমের জলে
চন্দন মেখ মোর কপোলে
আমি সেজে গুজে উঠব খাটে
চলব পথে বরের বেশে।

সোঁদা মাটির গন্ধে বাংলাদেশের মঞ্চে আজও বহমান জীবনসন্ধানী পরিক্রমা — সঙ্গী মঞ্চগান।

ড. দেবজিত্ বন্দোপাধ্যায় : গবেষক

জীবন থেকে নেয়া

ফেরদৌসী মজুমদার

এতদিনে আমার উপলব্ধি হচ্ছে যে শিক্ষা, জানা, এসবই আসে প্রকৃতি, পরিবার, পরিজন, পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব থেকে বিভিন্ন দেশ ঘুরে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাটা প্রধান নয়- রবীন্দ্রনাথ, লালন, আরও কত শত গুণীজন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী সবার বেলাতেই এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন, মাত্র দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে কিংবা কামরুল হাসান এঁরা কি জানতেন দুর্ভিক্ষ দেখে আঁকিবুকি করে, কিংবা তিনকন্যার স্নানের ছবি এবং গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ার দৃশ্য এঁকে মানুষের মনে এতখানি জায়গা করে নেবেন? জগদ্বিখ্যাত হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন? তাঁদের সবারই ছবির বিষয়বস্তু তো চির পরিচিত জগৎ থেকেই নেওয়া- বায়বীয় কিছু নয়। যা কিছু এঁকেছেন চিরস্মরণীয় হবার জন্যে আঁকেননি কিন্তু মনের আনন্দে এঁকে গেছেন। আমি তো কোন ছার! আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এবং পুলকিত হচ্ছি নিজের অভিনব আবিষ্কার ও উপলব্ধিতে বিস্মিত হচ্ছি যখন হাতড়ে বেড়াই কোত্থেকে শিখলাম সামান্য হলেও এ অভিনয়-কলা – যখন মানুষ আমাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমি গুছিয়ে উত্তর দিতে পারি না। কারণ অকপটে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, সেভাবে আমি তো কিছু শিখিনি- যেটুকু শিখেছি, যা কিছু দেখেছি – আমার পরিবারে, আমার চারপাশের বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে। তাই ই বোধহয় হওয়া উচিত। পরিবার থেকে, বাবা-মা ভাইবোনদের থেকে নিয়ে আসা মালমশলাকে সম্বল করে, পরবর্তী সময়ে আমার নাট্যগুরু আবদুল্লাহ আল-মামুন আমাকে হাত ধরে একটু একটু করে, আমায় অভিনয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রথমে অবশ্য আমার মনে সাহস জাগিয়ে আমায় এ পথে এনেছিলেন আমার অগ্রজ শহীদ মুনীর চৌধুরী। আসলে আমরা তো সবাই সবার সঙ্গে এক অর্থে অভিনয় করেই চলেছি- আমাদের অজান্তেই সেটা হয়ে যাচ্ছে – diplomatic way তে চলাটাই তো এক ধরনের অভিনয়, জীবনে চলতে গেলে যেটার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

আমি মঞ্চ, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রেডিও সব মাধ্যমেই কম-বেশি অভিনয় করেছি- আমার অভিজ্ঞতা বলে সব মাধ্যমে প্রয়োজন যা, তা হচ্ছে–

১. সৌন্দর্যবোধ বা Aesthetic sense
২. পর্যবেক্ষণ (observation), অবলোকন, উপলব্ধি
৩. উচ্চারণ, সংলাপ প্রক্ষেপণ
৪. দম (প্রাণায়াম), শ্বাস নেওয়া ছাড়া বা ডায়াফ্রাম ব্রিদিং
৫. কণ্ঠস্বর ও স্বরের ওঠানামা (modulation)
৬. Scanning (যতি বিরতির) তাৎপর্য

এগুলোরও পুঁথিগত সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা আছে যেটার ব্যাপারে আমার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না- পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ আল-মামুনের শিক্ষা এবং একটু একটু পড়ে, একটু একটু করে শিখেছি- দেখলাম এগুলো আমি আমার বাবার সংসার থেকেই জেনে এসেছি কেবলমাত্র এই বিশেষ বিশেষ term গুলো অজানা ছিল। আর আমার কর্মশীল বাবাও জানতেন না তাঁর অজান্তেই তিনি এমন কিছু শেখাচ্ছেন যা আমার অভিনয়ে ভীষণভাবে সহায়ক হবে।

এ কারণেই বোধ হয় বলা হয় – Home is the best school এ বাক্য যথার্থ ও সর্বতোভাবে সর্বক্ষেত্রে এমনকি স্কুল-কলেজেও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। স্কুলে যাই প্রশিক্ষণ দেয়া হোক না কেন পারিবারিক শিক্ষা বা যত্ন ছাড়া সে শিক্ষা ফলপ্রসূ বা সম্পূর্ণ বা অর্থবহ হয় না। পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানীগুণী মনীষী আছেন যাঁরা সুশিক্ষিত- প্রকৃতিই তাঁদের স্কুল, পরিবার পরিবেশই তাঁদের বিদ্যাপীঠ।

আমি বলছিলাম যে আমার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েছি এবং পরে তা লালন করেছি। তবে এটা ধ্রুব সত্য, ভালো অভিনয় করতে গেলে আমি বুঝেছি- সেটা একক হোক আর সামগ্রিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক হোক সংলাপটা কিন্তু হাতের মুঠোয় থাকতে হবে। সংলাপ ভীষণভাবে মুখস্থ থাকতে হবে- আর সেটা করতে হলে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নাটকের লাইন আওড়াতে হবে- শয়নে স্বপনে প্রাণমনজুড়ে থাকবে সংলাপ – মাথায় সর্বক্ষণ সংলাপগুলো ধারণ করতে হবে। যাতে নাটকে কথাগুলো অজান্তে বেরিয়ে আসে- তবেই তো অভিনয়টা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হবে। কারণ সংলাপ নাটকের প্রাণ যে! একে অবহেলা করলে তো দর্শকের প্রতি, নাট্যকারের প্রতি অবিচার করা হবে।

ধরা যাক- অভিনয়ে প্রথম প্রয়োজন 'সৌন্দর্যবোধ'। নাটক যখন জীবনেরই প্রতিচ্ছবি - তাহলে সে জীবনে সৌন্দর্যবোধ অপরিহার্য। মা বলতেন - 'চপচপ করে খেয়ো না, পা নাচিয়ো না, বড় বড় পা ফেলে হেঁটো না, হেড়ে গলায় কথা বলো না, এমন রংয়ের পোশাক পরো না যেটা অন্যের চোখকে পীড়া দেবে।' নাটকেও তো এসবের প্রয়োজন হয়। আমরা মঞ্চোপযোগী রং বেছে নেই- সব চরিত্রের সঙ্গে মিল রেখে পেছনের পর্দার কথা ভেবে, বিশেষ একটা কি দু'টো রং বেছে নেই- যেমন- ব্রাউন বা চকোলেট, লাল কিংবা সাদা, অথবা লাল-কালো, সবটাই নাটকের বিষয়বস্তু মাথায় রেখেই করা হয়।

বাস্তব জীবনে যেমন আমার চতুষ্পার্শ্বের মানুষজনের কথা ভেবে, স্থান-কাল ভেবে, সমাজের কথা ভেবে পোশাক আশাক পরতে হয় - মঞ্চেও দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই নাটকের বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে পোশাক নির্বাচন করতে হয়। তারপর ধরুন 'পর্যবেক্ষণ' (observation)। আমাদের সবারই উচিত বিশেষ করে অভিনেতাদের চোখ কান খোলা রেখে অবশ্যই পথ চলা উচিত।

দমের কথা একটু বলি। এ দমকে বাবা খুব গুরুত্ব দিতেন। ভাগ্যিস দিতেন- তা না হলে অভিনয় করতে এসে এই দমের অভাবে মরেই যেতাম। দীর্ঘ সংলাপের ক্ষেত্রে এ দম যে কতখানি জরুরি, তা এখন বুঝি।

আমার বাবা কথা বলার সময় অহেতুক চৌদ্দবার নিশ্বাস নেওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'কথার মাঝখানে মাঝখানে বাচ্চাদের মতন ঢোক গিলি গিলি, নিঃশ্বাস লই লই কথা কস কা? একবারে গুছাই লই, প্রয়োজনমতো শ্বাস ফালাই কথা কবি।' যেটাকে বোধ হয় ডায়াফ্রাম ব্রিদিং বলে- যেখানে স্ক্যানিং বা যতি বিরতির প্রশ্ন আসে আমি যদি প্রয়োজন মাফিক কোনো বাক্য বা অনুচ্ছেদে একটু না থামি – তবে কিন্তু অর্থই পাল্টে যায় - বা অর্থই হয় না।

ফেরদৌসী মজুমদার : অভিনেতা ও নির্দেশক

অভিনয়ে স্বর ও বাচনের গুরুত্ব

ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীনকাল থেকেই নাট্যকলা শাস্ত্রে অভিনয় কলার নানান রকম তত্ত্ব, ব্যাখ্যা ও ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গ্রন্থসূত্রে পাঠ করে আমরা জানতে পেরেছি, প্রাচীনকাল থেকে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়ের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা চলে আসছে। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়-এর মধ্যে বাচিক অভিনয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকারভেদ থাকলেও অভিনয় যখন আমরা দেখি, গোটা অভিনয় বা সম্পূর্ণ অভিনয়টাই দেখি। দর্শক-শ্রোতার যোগাযোগের জন্য, গল্পের গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ভাষার প্রয়োজন, উপযুক্ত চরিত্রের মুখে সংলাপ বসিয়ে, সেই সংলাপের রীতি-নিয়ম মেনে উচ্চারণ বাচিক অভিনয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বিদেশি চলচ্চিত্রে, নাটকের অভিনয়ে বাচিক অভিনয়ের ব্যাপারটাকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। চার্লস লটন, স্যার জন গিলগুড, স্যার লরেন্স অলিভার, রিচার্ড বার্টন, পিটার ওটুল, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও বেশ কিছু নামী-দামী অভিনেতা আছেন যাদের অভিনয়ের মূল সম্পদই হলো বাচিক অভিনয়। এঁদের বাচিক অভিনয়ে স্বরের প্রয়োগ, স্বরের ওঠানামা, যথার্থ রস-ভাব-আবেগ-এর প্রকাশ ও উচ্চারণের শুদ্ধতা অভিনেতার এক ধরনের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে এবং এই ব্যক্তিত্বই তাকে অভিনয়ের শীর্ষে নিয়ে যায়।

স্বরচর্চা বা সারগাম চর্চার মাধ্যমে গলা তৈরি করা, যার মাধ্যমে যেকোনো ধরনের চরিত্রের গলার আওয়াজ বা ব্যক্তিত্বে আরোপ করার জন্যে এক নমনীয় স্বরযন্ত্র তৈরি করা যায়। যখন কোনো চরিত্রের রূপরেখার পরিকল্পনা করা হয় তখন প্রথমেই ঐ অভিনয় চরিত্রের আকার-আকৃতি, রূপসজ্জা (চুল, গোঁফ, দাড়ি) ও পোষাক পরিকল্পনার পর ঐ চরিত্রটি কোন গলায় কেমনভাবে সংলাপটি উচ্চারণ করবে, তখন একটা চরিত্রের গলার আওয়াজের ও সংলাপ প্রক্ষেপণের রূপরেখা বা পরিকল্পনা করা যায়।

বাংলাদেশে নাট্যচর্চায় অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাচিক অভিনয় অকেটাই উপেক্ষিত। সম্মিলিতভাবে গান বা কোরাস অভিনয়ে কিছুটা অগ্রগতি হয়তো, কিন্তু একক ব্যক্তিগত বাচিক অভিনয়-এর দিকটা অতটা উন্নত হয়নি। চরিত্রের স্বর বৈশিষ্ট্য অর্জনের ক্ষেত্রে, প্রমিত ভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে উন্নতিটা লক্ষণীয় নয়। নতুন প্রজন্মের অভিনেতাদের এ ব্যাপারে আরো যত্নবান ও সচেতন হতে হবে। এছাড়া চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগের ব্যাপারটা স্বরের রঙে রঞ্জিত করে প্রকাশের জন্য প্রশিক্ষণ ও চর্চা আরো নিবিড় হওয়া প্রয়োজন। স্বর ও বাচনের নানান খুঁটিনাটি দিক রয়েছে। সেগুলি নিয়ে অভিনেতারা যত বেশি কাজ করবেন, ততই বাচিক অভিনয়ের শিল্পসম্মত ও নান্দনিক রূপ প্রকাশিত হবে।

আমাদের শিক্ষক রয়েল একাডেমি অব ড্রামাটিক আর্টসের সিসিলি বেরী এবং ক্লাইভ বার্কারের কাছ থেকে শিখতে পেরেছি। ফ্রিৎজ বেনেডিট্জ-এর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছি বাচিক অভিনয়ের বিষয়ে। কীভাবে স্বরকে নিয়ে নানান রকমভাবে খেলা করা যায়। ব্যারি জন এবং পিটার ব্রুক-এর কাছেও সংলাপ বলার কৌশল এবং ডেবোরা ওয়ার্ণার-এর কাছে চরিত্রের মুখের সংলাপ কীভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা যায়, এসব শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমাদের দেশে নাটকের অভিনেতারা এত সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন না। মোটা দাগের বাচিক অভিনয়

দর্শকের মনের গভীরে রেখাপাত করতে পারে না, সব থেকে বড় জিনিস হলো বাচিক অভিনয়ে স্বরযন্ত্রের নমনীয়তা ও নিয়ন্ত্রণ-এর ব্যাপারটা নিজের আয়ত্ত্বগত হতে হবে।

স্বরের স্বচ্ছতা, উচ্চারণ, স্বরভঙ্গি, চরিত্রের বয়স ও আচরণ অনুযায়ী সংলাপ উচ্চারণ, সংলাপে বিরতির জায়গা, স্বরভঙ্গী, স্বরস্তর, সংলাপের ছন্দ, ইত্যাদি বাচিক অভিনয়ের বিষয়গুলি নিয়মিত চর্চার মধ্যে দিয়ে উন্নতির একটা পর্যায়ে নেয়া যেতে পারে। বাচিক অভিনয়কে স্কুলে, ইন্সটিটিউশানে গুরুত্বের সঙ্গে প্রশিক্ষণ দেওয়া এখন ভীষণ প্রয়োজনীয়।

ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : নির্দেশক, বাচিকশিল্পী ও শিক্ষক

স্বর ও বাচনরীতি ক্লাসে প্রয়াত শিক্ষক কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

২৭ বসন্ত পেরিয়ে

খুরশীদ আলম

থিয়েটার স্কুল আজ ২৭ বছর পেরিয়ে ৫ মাসের অধিক সময় পার করছে। ১৯৯০ সালের ২৪ আগস্ট তারিখে বেইলী রোডস্থ গাইড হাউজ মিলনায়তনে শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে থিয়েটার স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা। স্কুলের কার্যক্রম চলতো ইস্কাটন গার্ডেনে অবস্থিত ইস্কাটন গার্ডেন উচ্চ বিদ্যালয়-এ। দীর্ঘদিন সেখানে কার্যক্রম চলেছে এবং ভালোই চলেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্লাসরুমের আধিক্য, নিরাপত্তা, ছোট্ট একটা খেলাম মাঠ, নিজস্ব অফিস কক্ষ (যদিও ভাড়া করা) সবই ছিলো সেখানে। ক্রমে ক্রমে জায়গাটা হয়ে দাঁড়ায় নাটকের জন্য আদর্শ স্থান। বেশ কয়েকটি দল প্রায় প্রতিদিনই তাদের মহড়া করতো সেখানে। থিয়েটার স্কুলের কার্যক্রম চলতো সপ্তাহে তিন দিন বৃহস্পতি ও শনিবার বিকালে আর শুক্রবার সকালে। সেখান থেকে সরে আসতে হয় এক অনিবার্য কারণে।

থিয়েটার স্কুল কিন্তু হঠাৎ করেই উদ্বোধন হয়নি। স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিন মাসের একটি নাট্যকর্মশালার আয়োজন করেছিল দলীয় সদস্য সংগ্রহের জন্য। তাদের অনেকেরই আজকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি আছে। তখন ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে থিয়েটার স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। এর জন্য দলীয় ও থিয়েটার অন্তপ্রাণ কিছু মনীষীর অনুকূল সিদ্ধান্ত কাজ করেছিল। আর মূল কাজটি করেছিলেন দু'জন থিয়েটার অন্তপ্রাণ পুরুষ রামেন্দু মজুমদার ও আবদুল্লাহ আল-মামুন আর প্রেরণাদায়ীনির কাজটি করেছিলেন ফেরদৌসী মজুমদার। রামেন্দু মজুমদার অর্থের দিকটি দেখেছেন। বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত নাট্য শিক্ষায়তনের পাঠক্রম সংগ্রহ করে বাংলাদেশের উপযোগী করে থিয়েটার স্কুলের জন্য একটি পাঠক্রম তৈরী করে একটি দূরহ কর্ম যিনি সম্পাদন করেছিলেন তিনি আবদুল্লাহ আল-মামুন। সেই সাথে স্কুল পরিচালনার জন্যে একটি নীতিমালা ও কারা কোন দায়িত্ব পালন করবেন তারও নির্দেশনা দিয়েছিলেন। পাঠক্রম ও নীতিমালা দাদার তৎকালীন দিলু রোডের বাসায় থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর প্রায় সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করেন আবদুল্লাহ আল-মামুন নিজেই। তিনি ঠিক করেছিলেন এভাবে – অধ্যক্ষ : অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, উপাধ্যক্ষ : আবদুল্লাহ আল-মামুন, পাঠক্রম সমন্বয়কারী : ফেরদৌসী মজুমদার, সম্পাদক : রামেন্দু মজুমদার আর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এই অধমের নাম ঘোষিত হয়। যদিও এই ঘোষণায় তাৎক্ষণিকভাবে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি কেবলমাত্র আমার নাম নিয়ে থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর একজন সদস্য আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু আবদুল্লাহ্ আল-মামুন সে আপত্তি আমলে নেননি। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই আমাদের নাট্যগোষ্ঠীর কয়েকজন সদস্য গোষ্ঠী ত্যাগ করেন। সেই থেকে পথচলা শুরু আজ অবধি। বেঁচে থাকলে হয়তো আরো কিছুদিন থেকে যেতে হবে এখানে। এই পথ চলায় আমার প্রাপ্তি অনেক। আমি ফেরদৌসী আপার অপার স্নেহ পেয়েছি, রামেন্দুদার কাছ থেকে পেয়েছি ভালো মানুষ হবার আকাঙক্ষা, মামুন ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছি নাট্যময় জীবন। তার হাত ধরেই আমি মিডিয়া, ফ্লিম, মঞ্চ-নাটক লেখা ও নির্দেশনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছি, কবীর চৌধুরী আমাকে শিখিয়েছেন কাজের প্রতি মনোযোগী হবার ক্ষমতা। আমি কেবলই শিখেছি,

দেখেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি তাদের কাছ থেকে যারা বুদ্ধিজীবী হিসাবে বর্তমানেও বর্তমান। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মুস্তফা মনোয়ার, নরেন বিশ্বাস, আতাউর রহমান, মুত্তালিব বিশ্বাস এভাবে সকল শিক্ষক যারা থিয়েটার স্কুলে ক্লাস নিয়েছেন এবং এখনো নিচ্ছেন। তবে অধম আমি, যোগ্যতাহীন মানুষ একজন শিখেছি অনেক যেমন, বুঝিনিও অনেক তেমন।

গত হয়েছেন অনেকে যাদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। যে ঋণ কখনো পরিশোধযোগ্য নয় কোনো কিছুর বিনিময়ে শুধুমাত্র সম্মান জানানো ছাড়া। আবদুল্লাহ আল-মামুন গত হয়েছেন আমরা তাঁকে সম্মান জানিয়েছি থিয়েটার স্কুলের নামে আগে তার নাম যুক্ত করে। থিয়েটার স্কুল আজ 'আবদুল্লাহ্ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল' নামে পরিচালিত হচ্ছে। সকলেই আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল নামেই চেনে ও জানে।

আমরা বর্তমানে শুধু ৬ মাস মেয়াদি অভিনয় বিষয়ক কোর্স পরিচালনা করি, যা পূর্বে ছিলো এক বছর মেয়াদি। অতীতে আমরা ঢাকার বাইরে তিনমাস মেয়াদি একটি কোর্স করাতাম। আমরা চৌদ্দটি জেলায় এই কোর্স সম্পন্ন করেছি। বিপুল সাড়া পেয়েছিলাম। এখনও অনেকের সাথে দেখা হলে জানতে চায়—আর কি হবেনা তেমন কোর্স? আমার জবাব দেবার কিছুই থাকে না। মানুষের মনে আশা জাগিয়ে আশা ভঙ্গের দায় বড়ো করুণ। আরো ছিলো বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর কোর্স। শিক্ষা সফর ছিল বাৎসরিক আয়োজন। এখন আর সে সব হয় না। শুধু অর্থের কারণে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুলের প্রায় সব কাজ ও ব্যয় আমিই করে থাকি। কিন্তু আমার বোধগম্য হয় না এত অর্থ আসে কোথা থেকে। এটা একমাত্র দাদাই বলতে পারবেন। আমরা কেউ জানি না। এই না জানার অক্ষমতা আমাকে মাঝে মাঝে বিদ্ধ করে। আসলে আমাদের অনেক কিছু করার আছে, কিন্তু আমরা কেউ সেটা কেন করি না সেটাই বোধগম্য নয়। বোধগম্য নয় কেন এই এতো বছরে স্কুলের নিজস্ব কোনো স্থান হলো না। যেখানে থাকবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ডিজিটালাইজড্ শ্রেণিকক্ষ, থাকবে ছোট ছোট ২/৩ টি স্টুডিও থিয়েটার। যেখানে অনার্স কোর্স, মাস্টার্স কোর্স, গবেষণার সুযোগ। শিশু-কিশোরদের জন্য আলাদা ফ্যাকাল্টি থাকবে, থাকবে বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর কোর্স। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার স্থান থাকবে সবার উপরে। এই যে এগুলো হচ্ছে না- এটা কি আমাদের অক্ষমতা না অনিহা না কি অদক্ষতা, এটাও আমার বোধগম্য নয়। আমি মনে করি থিয়েটার স্কুলের মান রক্ষায় সময়ের সাথে তাল মেলাতে পারেনি। ভবিষ্যতে পারবে কিনা আমি জানি না। হয়তো পারবে – যখন আমি থাকবো না। তবে থিয়েটার স্কুলের বর্তমান অবস্থা খুব ভালো নয়। আগের সেই রমরমা অবস্থা নেই। এর দায় কিন্তু আমার আপনার সকলের। ভাবা কি যায় সমৃদ্ধ অতীত আবার কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায়?

থাকা না থাকার প্রশ্ন যখন এসেই গেল তখন বলতেই হয় – শুধু থিয়েটারেই কাটিয়ে দিলাম ৪০ বছর, আর স্কুলে ২৭ বছর। কোথাও আমি লিখেছিলাম– আমি হেলে চাষা। অর্থাৎ হাল-চাষ ছেড়ে ঢাকাতে চাকরি করতে আসা। সরকারি চাকরি করেছি, ছেড়েও দিয়েছি কিন্তু থিয়েটার ছাড়তে পারিনি। কোনো কিছু পাবার আসায় আমি থিয়েটার চর্চা করি না। আমি মনে করি এটা আমার দায়বদ্ধতা। বর্তমানে আমি পূর্ণকালীন একজন থিয়েটার কর্মী। তবে একথা সত্য যে আমি থিয়েটার করেই আমার জীবিকার নির্বাহ করি। আমি প্রচারনামূলক নাটক করে থাকি রাস্তায় কিংবা মঞ্চে। এটা আমার প্রফেশন। আর মঞ্চ নাটক আমার ভালোবাসা – প্যাশন। আমি টিভি মিডিয়াও করি না, সিনেমাও করি না। এ দু'টোই আমি বহু আগেই ছেড়ে দিয়েছি কোনো এক ব্যক্তির কারণে।

থিয়েটার দীর্ঘজীবী হউক। আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল দীর্ঘজীবী হউক।

খুরশীদ আলম : তত্ত্বাবধায়ক, আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল

আজীবনের ছাত্রত্ব

আকতারুজ্জামান

ভালো জিনিস সহজেই ভালো লাগে। তর্ক-বিতর্ক যুক্তি বিচার করে ভালো লাগবে এমন নয়। আর ভালো লাগতে লাগতেই তা ভালোবাসায় পূর্ণ হয়। 'থিয়েটার স্কুল' আমাদের তেমনই সহজ ভালোলাগা ও ভালোবাসার শূন্যস্থান। যদিও সহজটাই কঠিন অথবা সহজটাই প্রাণের অথবা প্রাণাধিক। আর প্রাণের অধিকটা জুড়েই চলে সহজের খেলা – অবিরাম, অবিরত।

সেই করে সহজ পথে হেঁটেছি আমরা দলবেঁধে। এক ছিল প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাপীঠ। ছেলেবেলা, কৈশোর, যৌবন মিলে দশ বছর বিদ্যালয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য ঝুল খেলেছি। এই মস্ত পৃথিবীটা যেন চুপ করে শুধুই আমাদের দূরন্তপনা দেখেছে। তারপর বিদায়ের স্মৃতির সেতুতে পেছন ফিরে দেখেছি কেবল। কিন্তু না! 'থিয়েটার স্কুল' আবার আমাদের ফিরিয়ে দিলো সেই কৈশোরের – দূরন্তপনার দ্বিতীয় স্বাদ। এই স্কুল সেই দশ বছর বিদ্যা শেষে বিদায়ের স্কুল নয়। এই স্কুলে এক বছরের বিদ্যা শেষে আজীবনের জন্য ছাত্র হই আমরা। এখানে বিদায়ের কিছু নেই, সবটাই গ্রহণের।

কিন্তু এরই মধ্যে কী করে ২৭ বছর পূর্ণ হলো স্কুলের! মনে হয় এইতো সেদিন শুরু হলো! কিন্তু এটাই সত্য যে, থিয়েটার স্কুলের ২৭ বছর পূর্ণ হলো। কিন্তু পিছনে ফিরে তাকালেই দৃশ্যের বৈচিত্র্যে স্মৃতিকাতর হই।

স্কুল শিক্ষকরা কতটা আপন করে আমাদের শিখিয়েছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করবার মতো নয়। আজও তাঁরা তেমনি আছেন। এখনও সামনে দাঁড়ালে আশীর্বাদের দক্ষিণ হস্ত মাথার উপর পাই – বটবৃক্ষের মতো। এ আমাদের অনেক পাওয়া।

থিয়েটার স্কুলকে ভালোবেসে তিন বছরের মাথায়ই প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে গড়ে তুলে দিলো 'থিয়েটার স্কুল প্রাক্তনী'। আমিও ছিলাম অনেকের মতো এঁদের মূখ্যসঙ্গী হয়ে, এখনও আছি – থাকব চিরকাল।

আজ এ সময় দাঁড়িয়ে আমরা প্রাক্তনীরা শ্রদ্ধাবনত হয়ে স্মরণ করি – থিয়েটার স্কুলের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও নাট্যকার-নির্দেশক–অভিনেতা আবদুল্লাহ আল-মামুনকে। স্মরণ করি স্কুলের অন্যতম শিক্ষক অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসকে।

সবশেষে এই প্রত্যাশা রাখি, নবীনদের সাথে নিয়ে প্রাক্তনীদের বিচরণে সবসময়ই মুখর থাকুক থিয়েটার স্কুল প্রাঙ্গণ।

জয় হোক থিয়েটার স্কুলের।

আকতারুজ্জামান : সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন

এক নজরে আবদুল্লাহ আল-মামুন থিয়েটার স্কুল-এর সকল ব্যাচ ও সমাপনী প্রযোজনা

১ম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৭০ জন
উত্তীর্ণ : ৪৮ জন
১ম বিভাগ : ১৬ জন
২য় বিভাগ : ১৩ জন
৩য় বিভাগ : ১৯ জন
প্রথম : শিরীন বকুল
দ্বিতীয় : শর্বরী দাশগুপ্তা সীমা
তৃতীয় : দীবা নার্গিস

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

রফিক করিম
আল মামুন
এ কে এম শরিফুল ইসলাম সোহেল
শব্বরী দাসগুপ্তা সীমা
এ কিউ এম হাসানুজ্জামান খান
আনোয়ার আকাশ
দয়াল চক্রবর্তী
দিলারা ইয়াসমিন
মোস্তফা মনোয়ার কবীর (শাহীন)
আবু নাসের জনি
মুহসীনুল হাসান
আবদুল হাই (জগনু)
শহীদুল আলম
অপু রহমান

সমাপনী প্রযোজনা ১ : রক্তকরবী
রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নির্দেশনা : ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আহম্মেদ কবীর
মাসরুর উল হক তপন
মোঃ জাহিদুল ইসলাম বিপন
মোঃ শাহ জালাল
মানস মুখোপাধ্যায়
মোঃ শহিদুল্লাহ
প্রদীপ কুমার নাগ
মোঃ আবু দাউদ আশরাফী
আশরাফ কামাল
রিয়াজ মোহাম্মদ হোসেন খাঁন
সৈয়দ তাজুল ইসলাম
মোঃ মতিউর রহমান
ভবানী শংকর রায়
মোঃ জিয়া উল ইসলাম

সমাপনী প্রযোজনা ২ : আমাদের সন্তানেরা
রচনা : আবদুল্লাহ আল-মামুন
নির্দেশনা : কামরুজ্জামান রুনু

মোঃ মনিরুল ইসলাম (রুমী)
সুকান্ত কুমার সাহা
মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
গোলাম ওয়াহিদ মুরাদ
সজল কুমার দে
আবুল বাসার হান্নান
সাইফুর রহমান মিরণ
দীবা নার্গিস
মোঃ আক্তার হোসেন
শিরীন বকুল

২য় ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৬৭ জন
উত্তীর্ণ : ২৭ জন
১ম বিভাগ : ০০ জন
২য় বিভাগ : ৫ জন
৩য় বিভাগ : ২২ জন
প্রথম : মনজুরুর রহমান ইশতিয়াক
দ্বিতীয় : আবদুল্লাহ-আল-হাসান
তৃতীয় : সামিয়া মহসীন

সমাপনী প্রযোজনা : চিঠি
রচনা : মুনীর চৌধুরী
নির্দেশনা : ফেরদৌসী মজুমদার

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

প্রেমনাথ রবিদাস
শেকানুল ইসলাম শাহী
মাসুদুল হক
মামুনুর রশিদ
মুশফিকুর রহমান
অলিউল হক রুমী
আজাদুল আহসান বিয়াজ
নাসির আহমেদ
আ. স. ম. জাহাঙ্গীর চৌধুরী
পরীক্ষিত চৌধুরী

বিলাল উদ্দিন লোটাস
মাহবুবে খোদা
মোছাওয়ের আলী চৌধুরী (বেলাল)
হাসিনা বানু রুবী
খন্দকার ইবনে এনাম
সীমা রায়
আলী হোসেন আপন
সামিয়া মহসীন
আকতারুজ্জামান
শরীফ উদ্দিন সরকার

আনোয়ারুল ইসলাম
মোঃ সাইফুর রহমান রাজু
মঞ্জুরুল হাসান সরকার
ইশতিয়াক আহম্মেদ
আব্দুল্লাহ আল হাসান (হাসান শাহরিয়ার)
প্রশান্ত হালদার
মোঃ রবিউল হাসান
মঞ্জুরুর রহমান ইসতিয়াক

৩য় ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৭৮ জন
উত্তীর্ণ : ৩০ জন

১ম বিভাগ : ১ জন
২য় বিভাগ : ৪ জন
৩য় বিভাগ : ২৫ জন

প্রথম : ত্রপা মজুমদার
দ্বিতীয় : মোস্তফা শরীফ মাহমুদ
তৃতীয় : উর্মি মোস্তফা

সমাপনী প্রযোজনা : চিরকুমার সভা
রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নির্দেশনা : রহমত আলী

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

আফসার উদ্দিন আহমেদ (হাজী)
বদরুদোজা
ত্রপা মজুমদার
পার্থ সারথী সরকার
শাহ্ কামরুল ইসলাম
শুভেন্দু ভুষন সাহা
মোঃ আব্দুর রহমান
মোঃ সোহেল আহমেদ
এ এস এম মঞ্জুরুল হাসান (বিপলু)
মোঃ সাহেদ তালুকদার
শরীফ মুহাম্মদ আল আমীন (আমির)
গুলজার সারোয়ার (টিটু)
উর্মি মোস্তফা
শেখ মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান

মোঃ আমীর হোসেন
শামীমা শওকত লাভলী
রে ই মোঃ আবু তাহের চৌধুরী
মোঃ হাবিবুল্লাহ তুহীন
রতন কুমার ঘোষ
নাসরীন সুলতানা
জয়া জহির
মোঃ শাহ আজিজুর রহমান
মোস্তফা শরীফ মাহমুদ
বিপ্লব দাশ
মাহমুদা আক্তার রুমা
মোঃ মুনিরুজ্জামান (মনির)
মাসুম শাহ নেওয়াজ (খোকন)
মোঃ আমিনুল বারী

এ জেড এম ফজলে রাব্বী খান
রৌশন আরা ঝুনু
মোঃ নুরুল ইসলাম (সানি)
সঞ্জয় কুমার সাহা
প্রদীপ গুহ (অপু)
মোঃ বরকত আলী
বিদ্যুৎ রঞ্জন পাল
ই এম কামাল চৌধুরী
শান্তনু সাহা (সুমন)
পরিমল চন্দ্র সাহা
অশোক কুমার দত্ত
মোঃ নাসির উদ্দিন
শারমীন সুলতানা

৪র্থ ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৭০ জন
উত্তীর্ণ : ৩০ জন

১ম বিভাগ : ১ জন
২য় বিভাগ : ৪ জন
৩য় বিভাগ : ২৫ জন

প্রথম : কাজী আহমেদ মনোয়ার
দ্বিতীয় : ভিনসেন্ট তিতাস রোজারিও
তৃতীয় : মমতা সরকার

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

নেওয়াজেস আহমেদ (নাহিদ)
মোঃ বজলুর রশিদ
মোঃ ইসমাইল মিয়া
মোঃ ফজলে রাব্বি
মারুফ আহাম্মদ
মোঃ আবদুল হক সরকার
সাইফুল ইসলাম
মোঃ গোলাম রসুল
রঘুনাথ রাহা
মির্জা মোঃ ইকবাল হোসেন
মোহাঃ সাজ্জাতুল আলম
অসীম শংকর রায়
মোঃ মেজবাহুল হাবীব
লিপিকা শাহনাজ
মোঃ হেলাল উদ্দিন
মাহমুদ রেজা

সমাপনী প্রযোজনা : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
রচনা : সৈয়দ শামসুল হক
নির্দেশনা : আতাউর রহমান

মোঃ আব্দুল হান্নান
মেহেরুন নেছা হোসেন
তানভিন সুইটি
কর্নেলিয়াস ক্রুস মিলন
প্রদীপ ঘোষ বাবু
কাজী আহমেদ মনোয়ার
এ কে এম নজরুল ইসলাম
এম এ মালেক রানা
ভিনসেন্ট তিতাস রোজারিও
দিলারা আক্তার
মোঃ জাকির হোসেন খান
মোঃ জিল্লুর রহমান
শাহ মোহাম্মদ এহসানুজ্জামান
মোঃ সাইফুল আলম (সাইফ)
মোঃ আব্দুল কাদির মোমিন
গনেশ চন্দ্র দাস

আবদুল ওহাব পাশা
এ কে এম আলমগীর পারভেজ ভূঞা
পুলক পাল
এ এস এম মারুফ কবির
মোঃ জাহেদুল আলম (হিটো)
মমতা সরকার
মোঃ ইলিয়াছ
ক্ষীতিশ চন্দ্র পাল
ওয়াহিদা আক্তার সিদ্দিকা
অরুন কুমার সরকার
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (সাজু)
সুধন্য কুমার রায় প্রকাশ
রুবিনা নাজ
মোঃ হাফিজুর রহমান

৫ম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৬৯ জন
উত্তীর্ণ : ৪২ জন

১ম বিভাগ : ৪ জন
২য় বিভাগ : ১৮ জন
৩য় বিভাগ : ২০ জন

প্রথম : সৈয়দ আপন আহসান
দ্বিতীয় : শামীমা নাজনীন
তৃতীয় : ফিরোজ চৌধুরী

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

রতন লাল কুন্ডু
ফিরোজ চৌধুরী
অমল কান্তি সরকার
স্মিতা মূলক
মোঃ এনায়েতুল ইসলাম (লাভলু)
মোঃ আহসান হাবীব
তানভীর আহমেদ
সৈয়দ আপন আহসান
আব্দুল জব্বার জুয়েল
চন্দ্র শেখর দেবনাথ
তিথি সাবিহা তাহের
মোহাম্মদ শওকাতুল আলম
মোহাম্মদ জামাল মাহমুদ
এস এম এ সালেক
মুহাম্মদ ইলিয়াস খান
আলতাফ হোসেন
শামীমা নাজনীন
গাজী মোঃ বরকত উল্লাহ

সমাপনী প্রযোজনা : বিষ বিরিক্ষের বীজ
রচনা : রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
নির্দেশনা : আবদুল্লাহ আল-মামুন

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ (বাবু)
মোঃ ইসমাইল হোসেন (রফিক)
হুমায়ন কবীর
সৈয়দ আরিফ হোসেন (পিন্টু)
সাজ্জাদ আহম্মদ রেজা
অনম বিশ্বাস
তুষার কান্তি পাল
ফাহমিদা খাতুন
মহাদেব চন্দ্র কর্মকার
শেখ শাফায়েতুর রহমান
রোজিনা আফরোজ
মোঃ কামরুল ইসলাম মনজু
মোঃ ওয়ারিছুজ্জামান চৌধুরী (সজীব)
রাফিয়া ইয়াসমিন রিমু
মোঃ মাহফুজুর রহমান কমল
শেখ সিরাজ উদ্দিন
মোঃ মোশারফ হোসেন (জামী)
মোঃ আব্দুল হামিদ খান

মোঃ হেলাল উদ্দিন খান
মোহাম্মদ সাজেদুল হক (রোমেল)
কামরুল হাসান
আবু তাহের লিটন
কল্যান কুমার সাহা (বাপী)
তাহমিনা শরীফ
বশিরুল আহসান
মোঃ সালাউদ্দিন কাউসার
মোঃ এনামুল হক খান
শাহ মোঃ কামাল হোসাইন
কান্তম হাসান (কান্তা)
মোঃ রেজাউল আলম (কাজল)
ইমরান হোসেন মানিক
মনিরুল ইসলাম হৃদয়
দীপন সরকার লিটন
রিপন শওকত রহমান

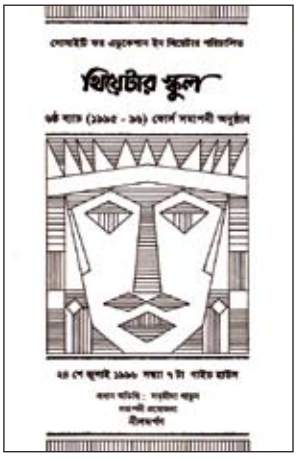

৬ষ্ঠ ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৭০ জন
উত্তীর্ণ : ৪২ জন

১ম বিভাগ : ৬ জন
২য় বিভাগ : ১৯ জন
৩য় বিভাগ : ১৭ জন

প্রথম : মাহবুব পারভেজ
দ্বিতীয় : কাজী মাহমুদুল হক
তৃতীয় : মোঃ আহসান খান, এ কে এম শামসুল হুদা, মোঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ

সমাপনী প্রযোজনা : নীল দর্পণ
রচনা : দীনবন্ধু মিত্র
নির্দেশনা : গোলাম সারোয়ার

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

আশিকুল আলম তুষার
কাজী মাহমুদুল হক
মোঃ মাসুদুল হাসান
আর কিউ এম মাসুম উল আলম
মাহবুবুর রহমান (লিটন)
মিলন কুমার চক্রবর্তী
এম শহীদুর রহমান
আহম্মদ হোসন খান রাসেল
মোঃ খসরুল আলম
মোঃ মোস্তফা কামাল
মোঃ আমীর হোসেন
এ কে এম শাসুল হুদা (ফরিদ)
আফিয়া আঞ্জুম
রাজেশ কুমার দাশ
জীবন কৃষ্ণ মজুমদার
এ এম এম খসরুল আহসান সোহাগ
মোঃ আনিসুল হক
কামরুন নাহার
আরিফা বাহার
শরিফা আখতার রুবী
ফখরুজ্জামান চৌধুরী
অজিত কুমার আচার্য্য
মোঃ মাহবুবুল আলম
এ এস এম নজরুল ইসলাম
লুৎফুল কুদ্দুস মামুন বাবু
নিশাত জিয়া (লুবনা)
শরীফ মোস্তাফিজুর রহমান (সৈকত)
মোঃ কামরুজ্জামান
মোঃ খায়রুল আলম চৌধুরী
হাসানুজ্জামান খান
মোঃ বোরহান উদ্দিন (সুজন)
মাহবুব পারভেজ
মোঃ আল ইমরান
পংকজ কুমার ঘোষ
এ কে এম সাইদুর রহমান
মোঃ আবুল ফজল
দীপংকর সেনগুপ্ত
আবু ঈসা মোঃ মোস্তফা
মোঃ মিতুল হায়দার চৌধুরী
মোঃ আলাউদ্দিন আল-আজাদ
বোরহান উদ্দিন
তাহমিনা করিম
আব্দুস ছাত্তার
লায়লা ফারজানা (জিনিয়া)
এ কে এম নাজমুল হুদা (শামীম)
মোঃ আহসান খান উপল
মোঃ মনজুর হুসাইন
মোঃ তারিক মাসুদ আলী
এস এইচ নাসরু রনি

৭ম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৭২ জন
উত্তীর্ণ : ৩৭ জন

১ম বিভাগ : ২ জন
২য় বিভাগ : ১৭ জন
৩য় বিভাগ : ১৮ জন

প্রথম : গোলাম ফরিদা ছন্দা
দ্বিতীয় : মুহাম্মদ হামিদুর রহমান
তৃতীয় : মেহেলী রোজ

সমাপনী প্রযোজনা : ম্যাকবেথ
রচনা : মূল- উইলিয়াম শেক্সপীয়র
অনুবাদ : সৈয়দ শামসুল হক
নির্দেশনা : আতাউর রহমান

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মুহাম্মদ সাইফুল বিশ্বাস (লিপু)
মোতাহার মাহমুদ (আমীর খসরু)
কাবেরী দাশগুপ্তা
মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
বিশ্বনাথ সাহা
মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন চৌধুরী
মুঃ হামিদুর রহমান
এস এ মোর্তজা
আব্দুল্লাহ্ হেল কাফী বীর
সমর সাহা
মমতাজ বেগম
কাজী আহসান
মোশাররফ আলম (ইয়াফি)

রেহানা আক্তার
নাজমুল আহসান
গোলাম ফরিদা ছন্দা
শেখ লুৎফর রহমান
মেহেলী রোজ
মোহাম্মদ এজাজুল হক
ইন্দ্রজিত হালদার (তুষার)
মাসুদ-উল-আজিজ
কাজী আহসানুল কবীর
রেহানা আক্তার শিরিন (হাসি)
মুহাম্মদ আলী রেজা
আবু সালে মোঃ নাঈম হোসেন
মোঃ আশরাফুল হামিদ

এ কে এম নাজমুল হক
মৃদুল দাসগুপ্ত
তাসলিমা আকতার লাবণ্য
রেজওয়ানুল ইসলাম
মইনুল করিম
উজ্জল কুমার রাহা
কাজী তানজুম আরা পল্লী
শেখ আমিন
মোঃ নজরুল ইসলাম হুমায়ূন
মোঃ বদরুল হাসান জুলফিকার
সৈয়দ মিরাজুল ইসলাম পলাশ
ফজলুল আজিম
ফাহমিদা আক্তার

৮ম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৮৩ জন
উত্তীর্ণ : ৪২ জন
১ম বিভাগ : ১ জন
২য় বিভাগ : ১২ জন
৩য় বিভাগ : ২৯ জন
প্রথম : তামান্না ইয়াসমিন তিথি
দ্বিতীয় : পলাশ আচার্য্য
তৃতীয় : এজাজউদ্দিন আহমেদ

সমাপনী প্রযোজনা : লালসালু
রচনা : মূল- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
অনুবাদ : সৈয়দ শামসুল হক
নির্দেশনা : কামরুজ্জামান রুনু

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

শাহনাজ পারভীন (ক্যামেলীয়া)
তৌহিদুল ইসলাম
শ্যামল চন্দ্র সাহা
মোঃ আফজাল হোসেন
পলাশ আচার্য্য
কাজী শুক্তি সিদ্দিকী
মোহাম্মদ তোয়হা (তোহা)
মোঃ আতিকুর রহমান
তামান্না ইয়াসমিন তিথি
তন্ময় প্রকাশ বিশ্বাস
মোছাঃ তাহমিদা খন্দকার
মোঃ মুসিউর রহমান
সুচিতা শবনম
জাকিয়া পারভীন (জলি)
এজাজ উদ্দিন আহমেদ
শাহেদ পারভেজ মজুমদার
মিজানুর রহমান সজল
মোঃ জাকির নেওয়াজ
মাসুদ রহমান
মোহাম্মদ নাজমুল কবীর
মোঃ মাহবুব রেজা চৌধুরী
আহমদ নবীন
মোঃ নজরুল ইসলাম
মারুফা আক্তার
মোশতাকুল আলম খাঁন
মাহমুদুল আমীন মুকুল
তারিকুল ইসলাম তারেক
এ কে এম সাইফুল ইসলাম (সুমন ইসলাম)
খোন্দকার কামরুজ্জামান
লায়লা বিলকিস
শামীমা হক খান
রুনা লায়লা
সাবিনা ইয়াসমিন
মোঃ মাহমুদুল আমিন জুয়েল
ফয়েজ আহমেদ
সোমা চৌধুরী
আহম্মদ শরীফ
মোঃ তৌফিক-ই-এলাহী
মোঃ জগলুল আলম
আরিফ আমিন
খোন্দকার রেজাউল ইসলাম
মোহাম্মদ মফিজুল হক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
শ্যামল কান্তি জয়ধর
মোঃ নূরে আলম জনি
কাজী মিজানুর রহমান
শান্ত কুমার কুণ্ডু
আশরাফুর রহমান
আফরোজা পারভীন (আঁখি)
জাহাঙ্গীর আশরাফ বাপ্পি
আবুল খায়ের মোহাম্মদ ইউসুফ
মোঃ আব্দুল বাতেন ভূঁইয়া
মোঃ রফিকুর রহমান
মোঃ আব্দুল মালেক প্রধান
মোছাঃ শাহিনা আক্তার

৯ম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৭৮ জন
উত্তীর্ণ : ৩৭ জন

১ম বিভাগ : ০০ জন
২য় বিভাগ : ১১ জন
৩য় বিভাগ : ২৬ জন

প্রথম : রফিকুল আজাদ রতন
দ্বিতীয় : শাহজাহান শামীম
তৃতীয় : হাফিজা বেগম

সমাপনী প্রযোজনা : মৃচ্ছকটিক
রচনা : মূল- শূদ্রক
নাট্যরূপ : মোহিত চট্টোপাধ্যায়
নির্দেশনা : ড. ইসরাফিল শাহীন

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মোঃ আবু সাঈদ (তুলু)
মুহাম্মদ শাহজাহান শামীম
মোহাম্মদ আবদুর রহিম
ইরা শারমিন
অনন্যা জাহাঙ্গীর
আঃ কালাম মোঃ হামিদুল হক
মোঃ লতিফুল সাঈদ
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
সরদার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
মোস্তফা আল ফারুক
মোঃ খায়রুল আলম সুমন
মোহাম্মদ কাজল রশীদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান
এস এম মেহেদী হাসান ফেরদৌস
মোঃ সাইদুর রহমান
মোহাম্মদ রফিকুল আজাদ রতন
সাজাদ হাসান বাবলু
মোঃ আলতাফ হোসেন (বাদল)
মোহাম্মদ আরিফুর রহমান
সেলিম খান মজলিশ
সি এম মশিউর রহমান খান
মামুনুর রশীদ আম্মান
এ কে এম শহিদুল্লাহ কায়সার
আবদুল আহাদ
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শামীম
ইসমত আরা পারভীন
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
আলপনা শেখ
মোঃ নূরুল আলম খান
হাফিজা বেগম
মোছাম্মদ হাসনা বেগম (রত্না)
মোহাম্মদ সফিউদ্দিন খান টিটু
এফ এম মুর্তজা আল হোসাইনী
মোঃ শরিফুল ইসলাম
মোঃ হাবিবুল ইসলাম হৃদয়
মোহাম্মদ আবু রায়হান
সীমা রায়
মোঃ সামসুল হুদা (শুভ)
মোঃ মনির হোসেন
এস এম সুব্রত বিশ্বাস (বিপ্লব)
আবু হাসিম মাসুদুজ্জামান
পারভীন সুলতানা শাম্মী
লিটন চন্দ্র ঘোষ
খন্দকার মনিরুল ইসলাম
মোঃ সোহরাব হোসেন
আশুতোষ কুমার কর্মকার
মোঃ সালাউদ্দিন
মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন মুকুল
মোঃ আব্দুস সালেক
মোঃ মাহবুবুর রহমান
মোঃ লোকমান হোসেন
মাঈন মজুমদার
মাহবুব হোসেন
মীরজাদা সমশের হায়াত শিবলু
অদিতি গুপ্তা
রবিউল আলম রবি

১০ম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৬২ জন
উত্তীর্ণ : ৪০ জন

১ম বিভাগ : ২ জন
২য় বিভাগ : ৮ জন
৩য় বিভাগ : ২১ জন

প্রথম : মাকসুদা আক্তার
দ্বিতীয় : আবিদ মল্লিক
তৃতীয় : নূরুল আমিন

সমাপনী প্রযোজনা : মানচিত্র
রচনা : আনিস চৌধুরী
নির্দেশনা : আতাউর রহমান

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

জুয়েল রানা
মেহেদী হাসান রাণা
পূজন কান্তি দাস (সরোবর)
আবিদ মল্লিক
এহসানুল করিম চৌধুরী
মজিবুর রহমান জুয়েল
সাইফুল ইসলাম সরকার বিপ্লব
কল্লোল দাসগুপ্ত
চৌধুরী রাশিদুল আলম শান্ত
নুরুল আমান (অপু আমান)
মোঃ শহিদুজ্জামান পলাশ
শামছুন নাহার (পান্না)
আবদুল্লা আল-মিরাজ
মোস্তাক আহমেদ টিটু

মোঃ শামীম আল মামুন তালুকদার
মাকসুদা আক্তার তামান্না
জাফর ইমাম চৌধুরী
মোঃ সিরাজুল মমিন
মজনিউল ইসলাম টুকু
এস এম মুরাদ
শামীম আহমেদ
সুভাষ চন্দ্র হীরা
মোহাম্মদ তৌহিদুর রহমান রুবেল
কামরুন নাহার রুবী
রমিম রায়হান
গোলাম ছাকলাইন
রেশমা আখতার
মোঃ হানিফ মাহমুদ

এন এস এম মঈনুল হাসান সজল
শামসুন নাহার
এ জেড এম হাসান
মহিউদ্দিন তালুকদার
এম এ কুদরত উল্লাহ্
মোঃ জহির আল-হাসান
আবুল হাসনাত শাওন
মৃদুল কান্তি বিশ্বাস
মোহাম্মদ মতিউর রহমান চৌধুরী (অন্তর)
জাকিরুল হক
হালিমুজ্জামান বাচ্চু
মুহাম্মদ মামুনুর রহমান

১১তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৪১ জন
উত্তীর্ণ : ২৪ জন
১ম বিভাগ : ০০ জন
২য় বিভাগ : ১২ জন
৩য় বিভাগ : ১২ জন
প্রথম : রেহানা ইয়াসমিন
দ্বিতীয় : টনি মাইকেল গোমেজ
তৃতীয় : শাহনাজ শারমিন

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মোঃ রেজাউল করিম সরকার
রেহানা ইয়াসমিন
মোঃ সায়েম মিয়া
মোঃ লিয়াকত হোসেন
নাহিদ পারভীন
মোঃ মোস্তফা কামাল (মামুন)
মাহমুদ হোসেন
মোঃ নাজমুল আলম
সরকার সাইফুল ইসলাম অন্তর
মুহাম্মদ দিনদার মাহমুদ

সমাপনী প্রযোজনা ১ : বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
রচনা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত
নির্দেশনা : ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মোঃ সোহেল পারভেজ খান
মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক
মোঃ তারিকুজ্জামান সেখ
মোঃ খালেদুর রহমান শাহীন
হামেদ কিবরিয়া
টনি মাইকেল গোমেজ
মোসাঃ খাদিজা খানম
কাজল দেব
মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শেখ
মুহাম্মদ মোফাজ্জল হাসান

সমাপনী প্রযোজনা ২ : একেই কি বলে সভ্যতা
রচনা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত
নির্দেশনা : ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নাজমুন্নাহার নাজু
শিখা দাশ
ফারজানা ইসলাম
এস এম আতাউল মোস্তফা সোহেল
শাহনাজ শারমীন
মোঃ আমানুল করিম
মাসুদ রানা
কাজী মোহাম্মদ শোয়েব

১২তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৩১ জন
উত্তীর্ণ : ১৯ জন

১ম বিভাগ : ৫ জন
২য় বিভাগ : ৯ জন
৩য় বিভাগ : ৫ জন

প্রথম : মোঃ খায়রুল আলম চৌধুরী
দ্বিতীয় : সাইফুল আকবর খান
তৃতীয় : টিটু চৌধুরী

সমাপনী প্রযোজনা : দ্রোহ
রচনা : আবদুল্লাহ আল-মামুন
নির্দেশনা : জিল্লুর রহমান জন

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

এ কে এম নিয়াজ উদ্দিন
টিটু চৌধুরী
মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
ফারহানা নাজমী (মিশু)
ফেরদৌসী খানম
মোঃ সেলিম
নাজমুন নাহার
মুহাম্মদ সোহেল রানা
মাহবুব আহসান টনি
মোঃ আব্দুল আজিজ (আজিজ আহমেদ)
সাইফুল আকবর খান
মোঃ খায়রুল আলম চৌধুরী (টুটুল)
অজয় পোদ্দার
মোঃ রাসেল ইকবাল সুমন
মোঃ মুঈদুজ্জামান
মাহবুবা খন্দকার
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মাছরুন নাহার হ্যাপী
রিজওয়ানুল ইসলাম রুবেল
এ এইচ এম মনজুরুল হক
শাহনাজ আক্তার

১৩তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৩৫ জন
উত্তীর্ণ : ১৮ জন
১ম বিভাগ : ২ জন
২য় বিভাগ : ৬ জন
৩য় বিভাগ : ১০ জন
প্রথম : সুবিদিতা চন্দ
দ্বিতীয় : মুর্তজা শরীফ
তৃতীয় : মাহমুদ হাসান কায়েশ

সমাপনী প্রযোজনা : ভেক
রচনা : মূল-অ্যারিস্টোফানিস
অনুবাদ : কবীর চৌধুরী
নির্দেশনা : আইরিন পারভীন লোপা

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

আরিফা হোসেন (তানিয়া)
আসিক জুনায়েদ
নিত্যানন্দ আচার্য্য
এস এম মহব্বত হাসান শরীফ (তরু)
মাহমুদ হাসান কায়েশ
মোঃ ইব্রাহীম হাসান রানা
মৌমিতা জামান
গোলাম মোস্তাফিজুর রহমান
মুর্তজা শরীফ
সুবিদিতা চন্দ
মোঃ মাহবুবুর রহমান (শুভ)
মাজিদুল হক
মোঃ আল-মামুন
সৈয়দ জিয়া উদ্দিন
ফখরুল ইসলাম সিদ্দিকী (কমল)
কাফি ইসলাম
বৈশাখী সমাদ্দার
রাবেয়া সানী উর্মি
মমতাজ হক
ইফতেখার হাসান (পলাশ)
শাহ রহিম কিবরিয়া
মোঃ আবদুল্লাহ আল-মামুন
তাহমিনা তানিয়া
কবির আহমেদ
সরকার জিয়াউল হক মিল্টন
সাবিরা মাহবুব (জনি)

১৪তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৩৫ জন
উত্তীর্ণ : ২৬ জন

১ম বিভাগ : ৫ জন
২য় বিভাগ : ১২ জন
৩য় বিভাগ : ৯ জন

প্রথম : শাবিন আশফারাহ্ খোন্দকার
দ্বিতীয় : মোঃ তাসফিন আদনান
তৃতীয় : গুলশান আরা মুন্নী

সমাপনী প্রযোজনা : রক্তাক্ত প্রান্তর
রচনা : মুনীর চৌধুরী
নির্দেশনা : কামাল উদ্দিন কবির

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

দীপ সাহা
তানভীর আহমেদ
তানজিনা আফরোজ
মোঃ সাইফুর রহমান খান (সোহান)
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
শাহানাজ শারমিন
এ কে এম সিরাজুল ইসলাম
জুবায়ের আহমেদ
নায়না শাহরীন চৌধুরী

শারমিন জোহরা সিমি
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
তপন কুমার রায়
মোঃ ওয়ালিদ হাসান
মনিরুল বাশার
গুলশান আরা মুন্নী
তাসফিন আদনান (অমিত)
শাবিন আশফারাহ্ খোন্দকার
মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

শারমীন সুলতানা
মহিতুল আজিম (মিল্টন)
মোঃ আহসানুল কবির
জেসমিন বেগম
ফারহানা ইমা
কে এম রফিকুল আলম
মুহাম্মদ আহসান হাবীব
এস এম কামাল

১৫তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৩৫ জন
উত্তীর্ণ : ১৯ জন

১ম বিভাগ : ৩ জন
২য় বিভাগ : ১০ জন
৩য় বিভাগ : ৬ জন

প্রথম : তাহমিনা ফেরদৌস সুমনা
দ্বিতীয় : শ্রীমন্তি সেনগুপ্ত পূজা
তৃতীয় : মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান

সমাপনী প্রযোজনা : আলিবাবা
রচনা : ক্ষীরোদ প্রসাদ
নির্দেশনা : বিপ্লব বালা

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
মোস্তফা মনোয়ার (ইভান)
মোঃ নূর জামান রাজা
তাহমিনা ফেরদৌস সুমনা
মোঃ আলমগীর হোসেন
মোঃ রবিউল ইসলাম
মোঃ জহিরুল ইসলাম
মোঃ মেরাজ আহমেদ (ফারদিন)

মোঃ ফয়সাল রহমান (রাজীব)
শ্রীমন্তি সেনগুপ্ত পূজা
গৌরাঙ্গ বিশ্বাস স্বাধীন
সাদিয়া হবীব
দুর্জয় বিপ্লব
নীহার রঞ্জন সাহা
গোলাম শাহরিয়ার রাব্বী (সিক্ত)
খন্দকার রাশেদুল আলম

মোঃ মশিউর রহমান
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
শাহান মোহাম্মদ তৌফিক আজিম (রবিন)
মুহাম্মদ পারভেজ উদ্দিন সিদ্দিকী
মোঃ আলমগীর আনোয়ার (প্রিন্স)
এস এম মিজানুর রহমান
এস এম গুলজার হোসেন

১৬তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৪৫ জন
উত্তীর্ণ : ১২ জন
১ম বিভাগ : ৩ জন
২য় বিভাগ : ২ জন
৩য় বিভাগ : ৭ জন
প্রথম : শারমিন সঞ্চিতা খানম পিয়া
দ্বিতীয় : জয়িতা মহলানবিশ মিষ্টি
তৃতীয় : মোঃ সাইফ উদ্দিন জোয়ারদার

সমাপনী প্রযোজনা : গডোর প্রতীক্ষায়
রচনা : মূল- স্যামুয়েল বেকেট
অনুবাদ : কবীর চৌধুরী
নির্দেশনা : আতাউর রহমান

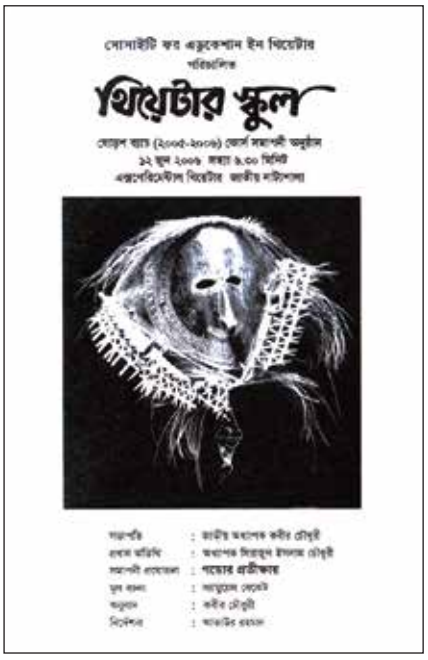

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

শারমিন সঞ্চিতা খানম পিয়া
সারোয়ার হাবীব
সুমন্ত বাড়ৈ
মোঃ রুবেল
মোঃ রেদোয়ানুল ইসলাম (রোমান)
মাকসুদা রহমান মুন্নী
শান্তনু চৌধুরী
মোঃ আলী নেওয়াজ
সারমিন আক্তার

জয়িতা মহলানবীশ মিষ্টি
মোঃ সাইফ উদ্দিন জোয়ার্দার
মির্জা নাজিরুল ইসলাম পলাশ
মোহাম্মদ শহীদুল আলম
মোঃ ওলিউল আজম
ইসমত আরা
মোছাঃ আসমা খাতুন হেনা
মোঃ বারকি ইমাম জাহিদ (পরাগ)
মোহাম্মদ আতিকুর রহমান

জাফরীন তিশানা
মোহাম্মদ আলী
ইলিয়াস আহমদ
গোলাম জাকারিয়া আল মামুন
এ কে এম ফখরুদ্দিন আহম্মদ
মোহাম্মদ আনিসুর রহমান (কাজল)
রাশিদা আক্তার মুন্নী
শর্মিলী আনোয়ার
মোঃ শারফুল আলম

১৭তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৩০ জন
উত্তীর্ণ : ১৫ জন
১ম বিভাগ : ৪ জন
২য় বিভাগ : ৪ জন
৩য় বিভাগ : ৭ জন
প্রথম : রাজা মাহমুদুল হক দেবু
দ্বিতীয় : রূপশ্রী চক্রবর্তী মানটি
তৃতীয় : ফাতেমা আক্তার রুনা

সমাপনী প্রযোজনা : শর্মিষ্ঠা
রচনা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত
নির্দেশনা : গোলাম সারোয়ার

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

সহিদুজ্জামান (রুমেল)
আফরোজা মমতাজ
ফাতেমা আক্তার রুনা
রূপশ্রী চক্রবর্তী মানটি
মোঃ আছাদুজ্জামান সরকার
মোঃ সোলাইমান হোসাইন
মোঃ শাকিবুল হক শিকদার

শাহজাহান শোভন
সানজিদা আফরীন মনিকা
শেখ ওমিদুর রহমান
মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম
মাহতাব উদ্দিন
নিগার সুলতানা
আব্দুস সালাম অর্ণব

মোঃ মেহেদী হাসান রানা
মিন্টু লাল মন্ডল
রাজা মাহমুদুল হক দেবু
তন্ময় ইসলাম বীথি
মুহাম্মদ রেজাউল করিম
ফজলে এলাহি রিগ্যান

১৮তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ৩০ জন
উত্তীর্ণ : ১৬ জন

১ম বিভাগ : ২ জন
২য় বিভাগ : ৮ জন
৩য় বিভাগ : ৬ জন

প্রথম : আয়শা সিদ্দীকি কেয়া
দ্বিতীয় : মোঃ নূরে খোদা মাসুক সিদ্দিকি
তৃতীয় : মোঃ মাসুম

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

শ্রাবন্তী সরকার ঋতু
মোঃ জিয়াউল হক জুয়েল
মোঃ মাসুম
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
মোঃ এরশাদ হাসান
মোঃ কাওসার মাহমুদ (রাজীব)
কবির উদ্দিন রিপন

সমাপনী প্রযোজনা : য্যায়সা-কা-ত্যায়সা
রচনা : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
নির্দেশনা : ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কৌশিক কুমার মোহন্ত
কল্যান কুমার চৌধুরী
মোঃ নূরে খোদা মাসুক সিদ্দিক
আয়েশা সিদ্দীকা (কেয়া)
রাকিবুল হাসান
রবিন বসাক
মোঃ মনোয়ার হোসেন (মানি)

মোঃ ওমর ফারুক
হৃদয় তালুকদার প্রিন্স
আবু নোমান এম সাইফুদ্দিন
আহসান উল্লাহ নূর (শামীম)
রাশেদুল আওয়াল (শাওন)

১৯তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ২৬ জন
উত্তীর্ণ : ৮ জন

১ম বিভাগ : ২ জন
২য় বিভাগ : ৫ জন
৩য় বিভাগ : ১ জন

প্রথম : তারক নাথ দাস
দ্বিতীয় : এ বি এম বরকতুল্লাহ
তৃতীয় : মোঃ আনোয়ার হোসেন

সমাপনী প্রযোজনা : আয়নায় বন্ধুর মুখ
রচনা : আবদুল্লাহ আল-মামুন
নির্দেশনা : ফরহাদ জামান পলাশ

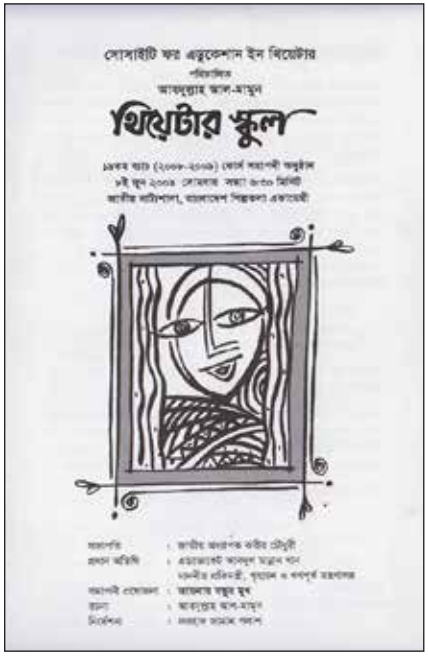

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

এ বি এম বরকত উল্লাহ
মোঃ ফয়সাল হাসান পিয়াল
মোঃ আনোয়ার হোসেন
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
মোঃ শরীফ হাসান চৌধুরী

তারক নাথ দাস
মাহফুজুল আলম (নাসির)
মোঃ শাহজাদা স্মাট
মোঃ গোলাম হাক্কানী রাব্বী
আর এ রাহুল

কাজী মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন
মোঃ ফুয়াদ বিন ইদ্রিস
এস এম জিন্নাহ চৌধুরী
জিনাত মাহমুদা মহুয়া
নিলা লতিফ (খুশি বেগম)

২০তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ২৬ জন
উত্তীর্ণ : ১৪ জন

১ম বিভাগ : ১ জন
২য় বিভাগ : ৬ জন
৩য় বিভাগ : ৭ জন

প্রথম : মোঃ পারভেজ রানা
দ্বিতীয় : মোস্তাফিজুর রহমান
তৃতীয় : তানভীর হোসেন সামদানী

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মোছাঃ রুনা লাইলা
মোঃ সফিউর রহমান মানু
মুনতাহা খাতুন মিথিলা
সুভাষ আচার্য্য
মোহাম্মদ আবু শাহাদাত
বরুন কুমার বিশ্বাস

সমাপনী প্রযোজনা: সধবার একাদশী
রচনা : দীনবন্ধু মিত্র
নির্দেশনা : ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদ মাসুদ চৌধুরী
তানভীর হোসেন সামদানী
মোস্তাফিজুর রহমান
মোঃ মাহমুদুল হাসান নাজমুল
মোঃ হাসিবুল হাসান (নীরব)
মোঃ পারভেজ রাণা পলাশ

মোঃ হুসনে মোবারক
আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
মোঃ সোলাইমান ভূঁইয়া (সোহেল)
জেবুন্নেছা জেবীন (আঁখি)
এ কিউ এম আলাউদ্দিন পাঠান

২১তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ২৪ জন
উত্তীর্ণ : ০৮ জন
১ম বিভাগ : ৩ জন
২য় বিভাগ : ৪ জন
৩য় বিভাগ : ১ জন
প্রথম : মোঃ আশরাফুল আলম
দ্বিতীয় : চন্দন ঘোষ
তৃতীয় : মোহাম্মদ সালেহীন তালুকদার

সমাপনী প্রযোজনা : মহারাজ
রচনা : মুনীর চৌধুরী
নির্দেশনা : আরিফ হায়দার

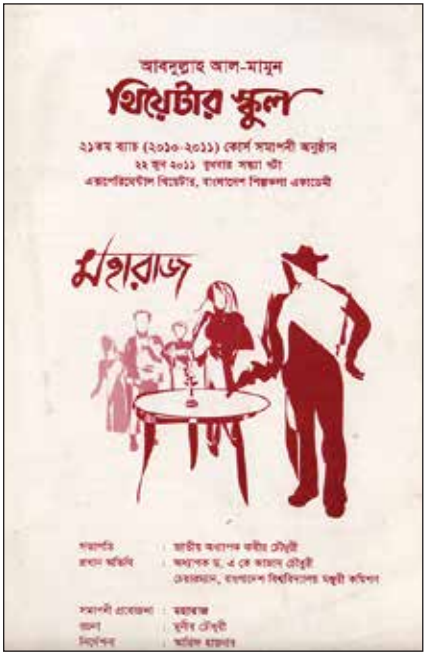

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মোহাম্মদ সালেহীন তালুকদার
মোঃ মোকাররম হোসেন
চৌঃ নূর মোঃ কাশ্মীর এলাহী
মোঃ মাসুম বিল্লাহ
রাম কৃষ্ণ লোধ
মোঃ আশরাফুল আলম
এ কে এম আশরাফুল ইসলাম
মোঃ রেজুয়ানুল হক
রিফাত রিয়াজ জ্যোতি
চন্দন ঘোষ
সুব্রত মন্ডল
ফোরকান উদ্দিন ভূঁইয়া

২২তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ২০ জন
উত্তীর্ণ : ০৮ জন

প্রথম বিভাগ : ২ জন
দ্বিতীয় বিভাগ : ২ জন
তৃতীয় বিভাগ : ৪ জন

প্রথম : আব্বাস কবির চৌধুরী
দ্বিতীয় : অঞ্জন রঞ্জন দাস
তৃতীয় : জীবন নাহার (জাকিয়া)

সমাপনী প্রযোজনা : দণ্ড ও দণ্ডধর
রচনা : মুনীর চৌধুরী
নির্দেশনা : গোলাম সারোয়ার

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মোঃ আবু সায়েম নাহিদ
আব্বাস কবির চৌধুরী
মোঃ রায়হান মিয়া
মোঃ মেজবাউল ইসলাম
মোহাম্মদ নুরুজ্জামান (উজ্জ্বল)
অঞ্জন বিশ্বাস
মোঃ রেজাউল হাসান
অঞ্জয় রঞ্জন দাস
মোঃ আঃ মান্না চৌধুরী
মোঃ নাঈম জামিল হোসেন
মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান
সৈয়দা কানিজ ফাতেমা লিসা
মোস্তাফিজুর রহমান (বাহার)
জীবন নাহার (জাকিয়া)
শামীমা আক্তার (মুক্তা)

২৩তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ২৫ জন
উত্তীর্ণ : ১১ জন
প্রথম বিভাগ : ১ জন
দ্বিতীয় বিভাগ : ৫ জন
তৃতীয় বিভাগ : ৫ জন
প্রথম : শুভাশীষ দত্ত তন্ময়
দ্বিতীয় : মীর শরীয়তে রহমান
তৃতীয় : মোঃ নাসিমুল হোসাইন (বাঁধন)

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মোঃ অহিদুল ইসলাম
মোঃ নাসিমুল হোসাইন (বাঁধন)
মোঃ মুসা ইসলাম
মোঃ মিজানুর রহমান শামীম
মীর শরীয়তে রহমান
মোফাজ্জেল হোসেন
মোঃ দাউদুল ইসলাম
দীপান্বিতা ইতি
মোঃ মাসুম বিল্লাহ্ (মিশুক)
শুভাশীষ দত্ত তন্ময়
রাজীব চৌধুরী কাকাজী

সমাপনী প্রযোজনা : বানরের পা
রচনা : মূল গল্প- উইলিয়াম ওয়াইমার্ক জেকবস্
রূপান্তর : কবীর চৌধুরী
নির্দেশনা : ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ১৭ জন
উত্তীর্ণ : ১০ জন

প্রথম বিভাগ : ৪ জন
দ্বিতীয় বিভাগ : ২ জন
তৃতীয় বিভাগ : ৪ জন

প্রথম : মাহমুদা আক্তার লিটা
দ্বিতীয় : মনোতোষ চক্রবর্তী
তৃতীয় : মোঃ মুশফিকুর রহমান

সমাপনী প্রযোজনা : টেম্পেস্ট
রচনা : মূল – উইলিয়াম শেক্সপীয়র
অনুবাদ : সৈয়দ শামসুল হক
নির্দেশনা : ড. আইরিন পারভীন লোপা

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

মাহমুদা আক্তার লিটা
তৌফিক মাহমুদ
মিঠু কুমার রায়
মোঃ মুশফিকুর রহমান
রাফি আহমেদ উৎস
মনোতোষ চক্রবর্তী
মোঃ শামীম রেজা
দেবাশীষ বিশ্বাস
মোঃ মনির হোসেন (আবীর)
জাহাঙ্গীর আলম বৎস
আরিফুল ইসলাম
জান্নাত আর মৌমিতা
আমেনা আক্তার আঁখি
আবিদ হোসেন
এরশাদুল হক

২৫তম ব্যাচ

মোট শিক্ষার্থী : ১৯ জন
উত্তীর্ণ : ৬ জন

প্রথম বিভাগ : ১ জন
দ্বিতীয় বিভাগ : ২ জন
তৃতীয় বিভাগ : ৩ জন

প্রথম : সানজিদা ইসলাম (ডলি)
দ্বিতীয় : উমা সিং মারমা
তৃতীয় : মোঃ মাহবুব আলম সুমন

সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী

সানজিদা ইসলাম ডলি
মোঃ রুহাল আমিন সরকার
এস এম ইফতেখার আলম
এস এম নাহিদ বিন রহমান

সমাপনী প্রযোজনা : সরল স্বামীর চতুর স্ত্রী
রচনা : মূল – মলিয়ের
রূপান্তর : গোলাম সারোয়ার
নির্দেশনা : গোলাম সারোয়ার

মোঃ ফারুক হাসান
মোঃ মাহবুবুল আলম সুমন
উমা সিং মারমা
সৈয়দা ফারিয়া জ্যোতি

মহিবুল্লাহ্
সাব্বির আহমেদ

থিয়েটার স্কুল কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রকল্প ও কর্মশালা

তিন মাস মেয়াদি অভিনয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১. কুমিল্লা
শিক্ষার্থী : ২৬ জন

২. ময়মনসিংহ
শিক্ষার্থী : ৪০ জন

৩. সিলেট
শিক্ষার্থী : ৪৫ জন

৪. ঠাকুরগাঁও
শিক্ষার্থী : ৩৬ জন

৫. রাঙ্গামাটি
শিক্ষার্থী : ২৮ জন

৬. মৌলভীবাজার
শিক্ষার্থী : ২৬ জন

৭. লক্ষীপুর
শিক্ষার্থী : ৩২ জন

৮. খুলনা
শিক্ষার্থী : ২৬ জন

৯. রাজশাহী
শিক্ষার্থী : ৩৪ জন

১০. চট্টগ্রাম
শিক্ষার্থী : ৩০ জন

১১. গোপালগঞ্জ
শিক্ষার্থী : ২২ জন

১২. পাবনা
শিক্ষার্থী : ৩৫ জন

১৩. বরিশাল
শিক্ষার্থী : ৩২ জন

১৪. লংলা (কুলাউড়া)
শিক্ষার্থী : ৪৩ জন

বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মশালার নাম ও প্রশিক্ষক

১. নাট্য রচনা ও কলা-কৌশল বিষয়ক কর্মশালা
প্রশিক্ষক : আবদুল্লাহ আল মামুন
শিক্ষার্থী : ২১ জন

২. দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা
প্রশিক্ষক : মুস্তাফা মনোয়ার
শিক্ষার্থী : ১৪ জন

৩. আলোক পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা
প্রশিক্ষক : সায়মন কর্ডার (ইংল্যান্ড)
শিক্ষার্থী : ১২ জন

৪. উচ্চারণ, স্বর ও বাচনরীতি বিষয়ক কর্মশালা
প্রশিক্ষক : ফেরদৌসী মজুমদার
শিক্ষার্থী : ৩০ জন

৫. আলোক পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা (ঢাকা, সিলেট)
প্রশিক্ষক : তাপস সেন (ভারত), ড্যানিয়েল কার্কি
শিক্ষার্থী : ২৫ জন

৬. নির্দেশনা বিষয়ক কর্মশালা
প্রশিক্ষক : বিভাস চক্রবর্তী (ভারত)
শিক্ষার্থী : ২১ জন

৭. অভিনয় বিষয়ক কর্মশালা
প্রশিক্ষক : অশোক মুখোপাধ্যায় (ভারত)
শিক্ষার্থী : ২১ জন

৮. নাটকে সংগীত বিষয়ক কর্মশালা (ঢাকা, চট্টগ্রাম)
প্রশিক্ষক : দেবজিত্ বন্দোপাধ্যায় (ভারত)
শিক্ষার্থী : ২৮ জন

৯. রূপসজ্জা বিষয়ক কর্মশালা
প্রশিক্ষক : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (ভারত)
শিক্ষার্থী : ১৪ জন

প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকবৃন্দ

ড. আইরিন পারভীন লোপা
আতাউর রহমান
আনিসুল ইসলাম হিরু
আবদুল্লাহ আল-মামুন
আবদুল হালিম প্রামানিক
আবুল কালাম আজাদ
আবদুস সেলিম
আরিফ হায়দার
আলী আহমেদ মুকুল
আসিফ মুনীর তন্ময়
ড. ইস্রাফিল আহমেদ রঙ্গন
ড. ইসরাফিল শাহীন
এনায়েত-এ-মাওলা জিন্নাহ্
এম এম আকাশ
এস এম মহসীন
কবীর চৌধুরী
কামরুজ্জামান রুনু
কামাল উদ্দিন কবির
কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী
খন্দকার তাজমী নূর
গোলাম সারোয়ার
জামিল আহমেদ
জিল্লুর রহমান জন
জিয়াউল হাসান কিসলু
তামান্না রহমান
তামান্না হক সিগমা
নরেন বিশ্বাস
নাসিরুল হক খোকন
নাদেজদা ফারজানা মৌসুমী
নিরঞ্জন অধিকারী
ড. ফরহাদ জামান পলাশ
ফেরদৌসী মজুমদার
রামেন্দু মজুমদার
রাজ ঘোষ
লায়লা হাসান
লিয়াকত আলী লাকী
ড. বিল্লব বালা
বেবী রোজারীও
ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
মুত্তালিব বিশ্বাস
মনোতোষ কুমার দে
মফিদুল হক
মুস্তফা মনোয়ার
মহসীনা আক্তার
মারুফ কবির
মিলন কান্তি দে
মুকুল আহমেদ
মোয়াজ্জেম হোসেন
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
বিশ্বজিৎ রায়
শফি আহমেদ
শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শাহীন কবীর
শিশির রহমান
সঞ্জীব কুমার দে
সাইমন জাকারিয়া
সানাউল্লাহ সান্টু
সাবিরা মুনির
সালেক খান
সুদীপ চক্রবর্তী
ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সৈয়দ শামসুল হক
হাসান আহমেদ

কৃতজ্ঞতা

বেঙ্গল গ্রুপ

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড

এস.বি. ফার্নিচার

এশিয়ান কনজিউমার কেয়ার (প্রাঃ) লিঃ

টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ

টাইগার স্টিল বাংলাদেশ লিঃ

ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

লিয়াকত আলী লাকী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

এক্সপ্রেশানস্ লিমিটেড

ডিজিটাল এক্সপ্রেশানস্

থিয়েটার স্কুলের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী,
শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ

২৭ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদ

আহ্বায়ক : সৈয়দ আপন আহসান

অর্থ
উপদেষ্টা : ড. ইসরাফিল শাহীন
সদস্য সচিব : জোয়ারদার সাইফ
সদস্য : তানভীন সুইটি, সৈয়দ আপন আহসান

অনুষ্ঠান
উপদেষ্টা : তামান্না রহমান
সদস্য সচিব : শামীমা শওকত
সদস্য : সামিয়া মহসীন, শেকানুল ইসলাম শাহী
মেহেলী রোজ, গুলশান আরা মুন্নী

আমন্ত্রণ, অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন
উপদেষ্টা : ড. আইরিন পারভীন লোপা
সদস্য সচিব : কল্যাণ চৌধুরী
সদস্য : আকতারুজ্জামান
গোলাম শাহরিয়ার সিক্ত
তানভীর হোসেন সামদানী
মোঃ আসাদুজ্জামান জয়
জীবন নাহার, মোঃ আমিনুল ইসলাম

সাজসজ্জা ও প্রদর্শনী
উপদেষ্টা : ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
সদস্য সচিব : শুভাশীষ দত্ত তন্ময়
সদস্য : মারুফ কবির, পলাশ হেনড্রি সেন

প্রচার ও প্রকাশনা
উপদেষ্টা : অধ্যাপক শফি আহমেদ
সদস্য সচিব : জাহিদ রিপন
সদস্য : সাইফুর রহমান মিরন
ত্রপা মজুমদার, ফখরুজ্জামান
সুবিদিতা চন্দ, কাওসার মাহমুদ
আবিদ হোসেন

সেমিনার
উপদেষ্টা : অধ্যাপক আবদুস সেলিম
সদস্য সচিব : আহসান খান উপল
সদস্য : রিপন, জামান, মিরন

নিবন্ধন ও ব্যবস্থাপনা
উপদেষ্টা : গোলাম সারোয়ার
সদস্য সচিব : সম্রাট

দাপ্তরিক প্রধান : খুরশীদ আলম

ওয়েবসাইট : মুশফিকুর রহমান
সৈয়দ আপন আহসান

আবদুল্লাহ আল-মামুন

থিয়েটার স্কুল

মহিলা সমিতি ভবন (৫ম তলা), ৪ নাটক সরণি (নিউ বেইলি রোড)
ঢাকা ১০০০, ফোন : ০১৫৫৬ ৩৪০৫৭৪

www.theatreschool.com.bd

goo.gl/ZhaE12